৪র্থ ভাগ

প্রজ্ঞাপন, ক্ষমতার্পণ ইত্যাদি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
শাখা-৪

নং- পবম-৪(৮ আইঃ বিঃ)/২/৯৫ (অংশ-১)/২৯৪ তারিখ ঃ ৩০-০৫-১৯৯৫ ইং / ১৬-০২-১৪০২ বাং

ঃ প্রজ্ঞাপন ঃ

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর ১ (২) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার এতদ্দ্দারা নিম্নোক্ত এলাকাসমূহে উহাদের বিপরীতে বর্ণিত তারিখ হইতে উক্ত আইনটি বলবৎ করিল।

এলাকার নাম	বলবৎ হওয়ার তারিখ
ঢাকা বিভাগ	১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৪০২/ ১লা জুন, ১৯৯৫
চট্টগ্রাম বিভাগ	১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৪০২/ ২রা জুন, ১৯৯৫
রাজশাহী বিভাগ	২০শে জ্যৈষ্ঠ ১৪০২/ ৩রা জুন, ১৯৯৫
খুলনা বিভাগ	২১শে জ্যৈষ্ঠ ১৪০২/ ৪ঠা জুন, ১৯৯৫
বরিশাল বিভাগ	২২শে জ্যৈষ্ঠ ১৪০২/ ৫ই জুন, ১৯৯৫

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

আমির উদ্দীন আহমেদ
উপ-সচিব।

উপ-নিয়ন্ত্রক,
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রাণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হইল।

নং- পবম-৪(৮ তাইঃবিঃ)/২/৯৫ (অংশ-১)/২৯৪ তারিখ ঃ ৩০-০৫-১৯৯৫ ইং / ১৬-০২-১৪০২ বাং

অনুলিপি ঃ

মহা-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
শাখা-৪

নং- পবম-৪/৩/২/৯৭/৬১২

তারিখ ঃ ১৯শে কার্তিক, ১৪০৪ / ০৩ রা নভেম্বর, ১৯৯৭

প্রজ্ঞাপন

সরকার এতদ্বারা পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ১৪ নং ধারার অধীনে নিম্নরূপ আপীল কর্তৃপক্ষ গঠন করিয়াছে ঃ

(১)	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	-	চেয়ারম্যান
(২)	যুগ্ম-সচিব (উঃ), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৩)	উপ-সচিব (পরিঃ), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য-সচিব

২। কমিটির ২ জনের উপস্থিতিতে কোরাম হইবে এবং কমিটির চেয়ারম্যান কোন কারণে সভায় অনুপস্থিত থাকিলে কমিটির সদস্য, যুগ্ম-সচিব (উঃ) চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

৩। উক্ত আপীল কমিটি পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এর অধীনে পরিবেশ অধিদপ্তরের কোন সিদ্ধান্ত/আদেশ এর বিরুদ্ধে বা কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির দায়েরকৃত আপীল (কিন্তু পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ১৫ নং ধারা এর অধীনে গৃহীত ব্যবস্থা/দণ্ড ব্যতীত) শুনানী গ্রহণ ও নিস্পত্তি করিবেন।

মোঃ কামাল উদ্দিন আহমেদ
সিনিয়র সহকারী সচিব

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা।
(বাংলাদেশ গেজেটে প্রজ্ঞাপনটি মুদ্রণের জন্য অনুরোধ করা হইল)

বিতরণ ঃ

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
২। যুগ্ম-সচিব (উঃ), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
৩। মহা-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। উপ-সচিব (পরিবেশ), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ভবন, প্লট ঃ ই-১৬, আগারগাঁও
শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।

নং- পরিবেশ/সাঃ(আইন)-৬৩/৭৭(৫ম)/১৬৬৭ তারিখ ঃ ২৬/০৫/১৪০৫ বাং / ১০/০৯/১৯৯৮ ইং ।

প্রজ্ঞাপন

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন) এর ১৯ (২) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহাপরিচালক এ আইনের ধারা ৬, ১০, ১১ ও ১৭ এর প্রদত্ত ক্ষমতা পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয়ের অফিস প্রধানদের উপর অর্পণ করলেন।

গত ১৪-০৬-৯৮ ইং তারিখের নং-পরিবেশ/পানি সম্পদ/সাঃ (অভিঃ)-২৩/৯৬/১১৩২ সংখ্যক স্মারক দ্বারা জারীকৃত আদেশটি এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

এ আর খান
মহা-পরিচালক

প্রাপক ঃ উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।

[প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো]

নং- পরিবেশ/সাঃ(আইন)-৬৩/৭৭(৫ম)/১৬৬৭ তারিখ ঃ ২৬/০৫/১৪০৫ বাং / ১০/০৯/১৯৯৮ ইং ।

অনুলিপি ঃ অবগতির জন্য।

১। পরিচালক, প্রশাসন/কারিগরী/চট্টগ্রাম বিভাগ/খুলনা বিভাগ, পরিবেশ অধিদপ্তর।
২। যুগ্ম-পরিচালক(পানি/বায়োঃ), অবলুপ্ত পরিবেশগত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। উপ-পরিচালক(প্রচার/প্রশাসন/বাস্তবায়ন/গবেষণা/আন্তর্জাতিক কনভেনশন/প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা/উন্নয়ন/প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর/ঢাকা বিভাগ/রাজশাহী বিভাগ,পরিবেশ অধিদপ্তর।
৪। সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা, জনাব/বেগম ... ... পরিবেশ অধিদপ্তর।
৫। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।

শেখ এনায়েত উল্লাহ
পরিচালক (প্রশাসন, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
শাখা-৪

নং - পবম-৪/৭/৮৭/২০০০/৫৭২ তারিখ ঃ ২৩-০৭-২০০০ ইং

পরিপত্র

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন) এর ১৯ (১) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এই আইন বা বিধির বিধান লংঘন এবং পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত অপরাধের অভিযোগ আদালতে দায়ের করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশক্রমে ক্ষমতা অর্পণ করা হলো।

মোঃ শওকত আলী
সিনিয়ার সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৮৬১০৫৫১

অনুলিপি ঃ- জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে ঃ-

১। মন্ত্রীপরিষদ সচিব, মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।

৩। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/রাজশাহী/চট্টগ্রাম/সিলেট/বরিশাল।

৪। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।

৫। জেলা প্রশাসক,
ফরিদপুর/গাজীপুর/গোপালগঞ্জ/জামালপুর/কিশোরগঞ্জ/মাদারীপুর/নারায়নগঞ্জ/খুলনা/ঢাকা/বগুড়া/ মুন্সীগঞ্জ/মানিকগঞ্জ/ময়মনসিংহ/নরসিংদী/নেত্রকোনা/শরিয়তপুর/রাজবাড়ী/শেরপুর/টাংগাইল/ চট্টগ্রাম/বান্দরবন/ব্রাহ্মণবাড়ীয়া/চাঁদপুর/কুমিল্লা/কক্সবাজার/ফেনী/খাগড়াছড়ি/লক্ষীপুর/নোয়াখালি/ রাঙ্গামাটি/সিলেট/হবিগঞ্জ/মৌলভীবাজার/সুনামগঞ্জ/রাজশাহী/নবাবগঞ্জ/দিনাজপুর/ গাইবান্ধা/ জয়পুরহাট/কুড়িগ্রাম/লালমনিরহাট/নাটোর/নওগাঁ/নীলফামারী/পাবনা/পঞ্চগড়/রংপুর/ সিরাজগঞ্জ/ ঠাকুরগাঁও/কুষ্টিয়া/বাগেরহাট/চুয়াডাঙ্গা/যশোর/ঝিনাইদহ/মাগুরা/মেহেরপুর/নড়াইল/ সাতক্ষীরা/ বরিশাল/বরগুনা/ভোলা/ঝালকাঠি/পটুয়াখালী/পিরোজপুর।

৬। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

৭। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

৮। যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

৯। উপ-সচিব (পরিবেশ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

১০। উপ-নিয়ন্ত্রক, সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার -
পরিবেশ অধিদপ্তর
ই-১৬, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা।

নং-পরিবেশ/১৬৪১ তারিখ ঃ ২৩-০৭-২০০২ ইং।

পরিপত্র

বিষয় ঃ **বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর বিভিন্ন বিধানের ক্ষমতা অপর্ণ ও গবেষণাগার নির্ধারণ।**

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত) এর ১৯(২) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্ন টেবিলে উল্লিখিত উক্ত আইনের বিভিন্ন ধারা এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ (অতঃপর উক্ত বিধিমালা বলিয়া উল্লিখিত) এর বিভিন্ন বিধিবলে প্রয়োগযোগ্য ক্ষমতা উহার বিপরীতে উল্লিখিত কর্মকর্তাকে জনস্বার্থে অপর্ণ করা হইল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ঃ-

(ক) অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে মহা-পরিচালক কোন সাধারণ বা বিশেষ আদেশ, নির্দেশ বা নির্দেশনা প্রদান করিলে তাহা অনুসরণ করিতে হইবে ;

(খ) অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনের বিধানাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইবে।

টেবিল

ক্রমিক নং	উক্ত আইন ও বিধিমালার সংশ্লিষ্ট বিধান	অর্পিত ক্ষমতার বিবরণ	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
১।	উক্ত আইনের ধারা ৪(২) এর দফা (ক), (খ) ও (ঘ)	এই সকল দফা অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণ ও ক্ষমতা প্রয়োগ	স্ব স্ব এলাকায় অধিদপ্তরের বিভাগীয় অফিস প্রধান (পরিচালক/ উপ-পরিচালক) এবং আন্তঃ বিভাগীয় বা জাতীয় পর্যায়ের কোন বিষয়ে মহা-পরিচালক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সদর দপ্তরের কোন পরিচালক।
২।	উক্ত আইনের ধারা ৪(২) এর দফা (ঙ)	(ক) এই দফার অধীনে যে কোন স্থান, প্রাঙ্গন, প্লান্ট, যন্ত্রপাতি, উৎপাদন ও অন্যবিধ প্রক্রিয়া, উপাদান বা পদার্থ পরীক্ষাকরণ (খ) এই দফার অধীনে পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ এবং	(ক) বিভাগীয় অফিসের পরিদর্শক/ জ্যেষ্ঠ প্রকর্মী/কনিষ্ঠ রসায়নবিদ/ তদূর্ধ্ব যে কোন কর্মকর্তা (খ) স্ব স্ব এলাকায় অধিদপ্তরের বিভাগীয় অফিস প্রধান (পরিচালক/

		উপশমের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তিকে আদেশ বা নির্দেশ প্রদান	উপ-পরিচালক) এবং আন্ত বিভাগীয় বা জাতীয় পর্যায়ের কোন বিষয়ে মহা-পরিচালক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সদর দপ্তরের কোন পরিচালক বা অন্য কোন কর্মকর্তা।
৩।	উক্ত আইনের ধারা ৪(২) এর দফা (চ)	(ক) এই দফার অধীনে পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ (খ) এই দফার অধীনে পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ ও প্রচার	(ক) বিভাগীয় অফিসের পরিদর্শক/ জ্যেষ্ঠ প্রকর্মী/কনিষ্ঠ রসায়নবিদ এবং বিভাগীয় অফিস/সদর দপ্তরের তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা (খ) মহা-পরিচালক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সদর দপ্তরের পরিচালক বা অন্য কোন কর্মকর্তা।
৪।	উক্ত আইনের ধারা ৪(২) এর দফা (জ)	পানীয় জলের মান পর্যবেক্ষণ কর্মসূচী, কোন ব্যক্তিকে উক্ত মান অনুসরণের পরামর্শ এবং প্রয়োজনে নির্দেশ প্রদান	বিভাগীয় অফিস প্রধান (পরিচালক/ উপ-পরিচালক)
৫।	উক্ত আইনের ধারা ৪(৩)	(ক) কোন শিল্প কারখানা, উদ্যোগ বা প্রক্রিয়া বন্ধ, নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে এই উপ-ধারার প্রথম শর্তাংশ অনুসারে নোটিশ প্রদান এবং দ্বিতীয় শর্তাংশ অনুসারে তাৎক্ষণিক নির্দেশ প্রদান (খ) উক্ত নোটিশের পর এই উপ-ধারা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শিল্প কারখানা, উদ্যোগ বা প্রক্রিয়া বন্ধ, নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে নির্দেশ প্রদান	(ক) বিভাগীয় অফিস প্রধান (পরিচালক/উপ-পরিচালক) (খ) মহা-পরিচালকের অনুমোদন-ক্রমে বিভাগীয় অফিস প্রধান (পরিচালক/উপ-পরিচালক)
৬।	উক্ত আইনের ধারা ৪ক(১)	পুলিশ বা অন্য কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা কোন সরকারী বা সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের নিকট সহায়তার অনুরোধ জ্ঞাপন	বিভাগীয় অফিসের পরিদর্শক/জ্যেষ্ঠ প্রকর্মী/কনিষ্ঠ রসায়নবিদ/তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা
৭।	আইনের ধারা ৪ক(২)	এই উপ-ধারার অধীনে বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন বা অন্য কোন সেবা বিচ্ছিন্ন বা বন্ধ করার জন্য নির্দেশ প্রদান	মহা-পরিচালকের অনুমোদনক্রমে বিভাগীয় অফিস প্রধান (পরিচালক/ উপ-পরিচালক) বা ক্ষেত্র বিশেষে মহা-পরিচালক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সদর দপ্তরের কোন পরিচালক
৮।	উক্ত আইনের ধারা ৬(২) ও (৩)	এই উপ-ধারাসমূহের অধীনে সংশ্লিষ্ট যানবাহনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ	বিভাগীয় অফিসের পরিদর্শক/জ্যেষ্ঠ প্রকর্মী/কনিষ্ঠ রসায়নবিদ/তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা

৯।	উক্ত আইনের ধারা ৭(১)	এই উপ-ধারার অধীনে প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতিকর কার্যকলাপের ব্যাপারে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান	বিভাগীয় অফিস প্রধান (পরিচালক/উপ-পরিচালক) (বিঃ দ্রঃ এই ক্ষমতাপর্ণ ৭(১) ধারার অধীন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ও পরিশোধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়)।
১০।	উক্ত আইনের ধারা ৭(২)	এই উপ-ধারার অধীনে মামলা দায়ের	মহা-পরিচালকের অনুমোদনক্রমে পরিদর্শক/সম পর্যায়ের কর্মকর্তা/ তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা
১১।	উক্ত আইনের ধারা ৮ এবং বিধিমালার বিধি ৫	এই ধারা ও বিধির অধীনে আবেদন গ্রহণ, নিষ্পত্তি গণ শুনানী ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ	স্ব স্ব এলাকার ক্ষেত্রে বিভাগীয় অফিস প্রধান (পরিচালক/উপ-পরিচালক) এবং আন্তঃ বিভাগীয় বা জাতীয় পর্যায়ের কোন বিষয়ে মহা-পরিচালক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সদর দপ্তরের কোন পরিচালক বা কমিটি।
১২।	উক্ত আইনের ধারা ৯ এর উপ-ধারা (৩) ও (৪)	এই উপ-ধারার অধীনে কোন ঘটনা বা দূর্ঘটনার তথ্যের ভিত্তিতে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বা প্রশমনের জন্য প্রতিকারমূলক ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ	বিভাগীয় অফিস প্রধান (পরিচালক/ উপ-পরিচালক) বা মহা-পরিচালক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সদর দপ্তরের পরিচালক বা অন্য কোন কর্মকর্তা
১৩।	উক্ত আইনের ধারা ১০(১) ও (২)	এই উপ-ধারাদ্বয়ের অধীন প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ	বিভাগীয় অফিসের পরিদর্শক/জ্যেষ্ঠ প্রকর্মী/কনিষ্ঠ রসায়নবিদ/তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা
১৪।	উক্ত আইনের ধারা ১১(৩) এর দফা (ক) এবং বিধিমালার বিধি ৬	এই দফা এবং বিধির অধীনে নমুনা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নোটিশ প্রদান	বিভাগীয় অফিসের পরিদর্শক/জ্যেষ্ঠ প্রকর্মী/কনিষ্ঠ রসায়নবিদ/তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা
১৫।	উক্ত বিধিমালার বিধি ৭ক	এই বিধি অনুসারে দূষণ নিয়ন্ত্রণাধীন সনদ প্রদান	বিভাগীয় অফিসের প্রধান বা তৎকর্তৃক নির্দেশিত কোন ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা
১৬।	উক্ত আইনের ধারা ১১ এর উপ-ধারা (১) ও (২) এবং উপ-ধারা (৩) এর দফা (খ) হইতে (ঙ) এবং উপ-ধারা (৪)	এই সকল উপ-ধারার অধীনে নমুনা সংগ্রহ, তৎসম্পর্কে রির্পোট প্রণয়ন, গবেষণাগারে প্রেরণ এবং অন্যান্য কার্যক্রম	বিভাগীয় অফিসের পরিদর্শক/জ্যেষ্ঠ প্রকর্মী/কনিষ্ঠ রসায়নবিদ/তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা

১৭।	উক্ত আইনের ধারা ১২ এবং বিধিমালার বিধি ৭(৬)	এই ধারা এবং বিধির অধীনে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান- (ক) পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর বিধি ৭(৬) তে উল্লিখিত সবুজ শ্রেণী এবং কমলা 'ক' শ্রেণীর ক্ষেত্রে (খ) বিধি ৭(৬) তে উল্লিখিত কমলা- খ শ্রেণী এর লাল শ্রেণীর ক্ষেত্রে	(ক) বিভাগীয় অফিস প্রধান (পরিচালক/উপ-পরিচালক) (খ) মহা-পরিচালকের অনুমোদনক্রমে বিভাগীয় অফিস প্রধান(পরিচালক/উপ-পরিচালক)।
১৮।	উক্ত আইনের ধারা ১৫ক	এই ধারার অধীনে ক্ষতিপূরণের দাবীতে আদালতে মামলা দায়ের	মহা-পরিচালকের অনুমোদনক্রমে পরিদর্শক/জ্যেষ্ঠ প্রকর্মী/কনিষ্ঠ রসায়নবিদ/তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা
১৯।	আইনের ধারা ১৭	এই ধারার প্রথম অনুচ্ছেদের আওতায় মামলা দায়েরের উদ্দেশ্যে আদালতে লিখিত রিপোর্ট দাখিল	বিভাগীয় অফিস প্রধান (পরিচালক/ উপ-পরিচালক) এর অনুমোদন-ক্রমে পরিদর্শক/জ্যেষ্ঠ প্রকর্মী/ কনিষ্ঠ রসায়নবিদ/তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা
২০।		বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালার বিভিন্ন বিধানের অধীনে যে কোন বিষয়ে অভিযোগ, দরখাস্ত/চিঠি পত্র/কোন তথ্য গ্রহণ ও প্রেরণ	সদর দপ্তর ও বিভাগীয় অফিসের নির্ধারিত কর্মচারী

২। উক্ত আইনের ১৯(২) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে অত্র অধিদপ্তরের ২৩/৭/২০০০ ইং তারিখের পরিপত্র নং-পবম-৪/৭/৮৭/২০০০/৫৭২, যাহা দ্বারা উক্ত আইন বা বিধির বিধান লঙ্ঘন এবং পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত অপরাধের অভিযোগ আদালতে দায়ের এর জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছিল তাহা, এতদ্বারা বাতিল করা হইল।

৩। উক্ত আইনের ১১(৪) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত গবেষণাগারসমূহকে উক্ত আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নমুনা পরীক্ষা, বিশ্লেষণ ও রিপোর্ট প্রদানকারী গবেষণাগাররূপে নির্ধারণ করা হইল ঃ-

ক) ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, বগুড়া, বরিশাল, সিলেটে অবস্থিত অত্র অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয়ের গবেষণাগার।

খ) কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষা, বিশ্লেষণ ও রিপোর্ট প্রদানের জন্য মহা-পরিচালক কর্তৃক নির্দ্দিষ্টকৃত গবেষণাগার।

৪। জনস্বার্থে এই আদেশ জারী করা হইল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মোঃ হেদায়েতুল ইসলাম চৌধুরী
মহা-পরিচালক।

নং-পরিবেশ/১৬৪১ তারিখ ঃ ২৩-০৭-২০০২ ইং।

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঃ

১। বিচারক, পরিবেশ আপীল আদালত, ঢাকা/পরিবেশ আদালত, ঢাকা/চট্টগ্রাম।
২। পরিচালক (প্রশাসন/কারিগরী), পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।
৩। বিভাগীয় অফিস প্রধান, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা/রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়, বগুড়া।
৪। কমিশনার অব পুলিশ, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা মেট্রোপলিটান এলাকা।
৫। ডেপুটি কমিশনার .....
৬। উপ-নিয়ন্ত্রক, ফরমস এন্ড পাবলিকেশন, বিজিপ্রেস, তেজগাঁও, ঢাকা,
তাঁহাকে উপরের পরিপত্রটি গেজেটে প্রকাশের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হইল।
৭। পুলিশ সুপার .....
৮। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। সভাপতি, এফবিসিসিআই, ফেডারেশন ভবন, ৬০, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
১২। উপপরিচালক (প্রশাসন/কারিগরী/গবেষণা/উন্নয়ন/ইআইএ/আন্তর্জাতিক কনভেনশন/শিল্প দূষণ)/ প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।

রাজিনারা বেগম
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
শাখা-৪

প্রজ্ঞাপন

নং- পবম-৪/৭/৮৭/৯৯/২৪৫

তারিখ ঃ ০৬/০১/১৪০৬বাং / ১৯/০৪/১৯৯৯ ইং ।

সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট (Convinced) **হইয়াছে যে, অপরিকল্পিত কার্যকলাপের কারণে নিম্নলিখিত এলাকাসমূহের প্রতিবেশ ব্যবস্থা** (Eco-system) সংকটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে বা ভবিষ্যতে আরো অবনতি হইবার আশংকা রহিয়াছে।

এমতাবস্থায়, প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দুষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন এবং টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন) এর ৫নং ধারার উপধারা (১) এবং ৪ নং ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে নিম্নোক্ত এলাকাসমূহকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area) হিসাবে ঘোষণা করা হইল ঃ-

প্রস্তাবিত জলাভূমির নাম	মৌজা	ইউনিয়ন/ পৌরসভা	উপজেলা	জেলা	মোট এলাকা (হেক্টর)
সুন্দরবন	সরকার কর্তৃক সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেষ্ট হিসাবে চিহ্নিত সমুদয় এলাকা।	সরকার কর্তৃক সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেষ্ট হিসাবে চিহ্নিত সমুদয় এলাকা।	সরকার কর্তৃক সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেষ্ট হিসাবে চিহ্নিত সমুদয় এলাকা।	বাগেরহাট, খুলনা ও সাতক্ষিরা	৭৬২০৩৪
কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্র সৈকত	কক্সবাজার (রাজস্ব বিভাগ কর্তৃক রেকর্ডকৃত সমুদ্র সৈকত/বালুচর/ খাড়ী/বন/ জলাভূমি	কক্সবাজার	কক্সবাজার	কক্সবাজার	১০.৪৬৫
	জিলনজা (ঐ)	জিলনজা	কক্সবাজার		
	খুরুশকুল (ঐ)	খুরুশকুল	কক্সবাজার		
	জংগল খুনিয়া পালং	খুনিয়া পালং	রামু		
	জংগল ধোয়া পালং	খুনিয়া পালং	রামু		
	পেঁচার দ্বীপ ও	খুনিয়া পালং	রামু		
	জংগল গোরাসিয়া পালং	খুনিয়া পালং	রামু		
	জালিরা পালং	উখিয়া	উখিয়া		
	ইনানি	জালিরা পালং	উখিয়া		
	শিলখালি	বাহারছড়া	টেকনাফ		
	বরডেইল	বাহারছড়া	টেকনাফ		
	টেকনাফ (বাজার ও সীমান্ত ফাড়ী বাদে)	টেকনাফ	টেকনাফ		

প্রস্তাবিত জলাভূমির নাম	মৌজা	ইউনিয়ন/ পৌরসভা	উপজেলা	জেলা	মোট এলাকা (হেক্টর)
	সাবরাং শাহপরীর দ্বীপ (সীমান্ত ফাড়ী বাদে)	সাবরাং সাবরাং	টেকনাফ টেকনাফ		
সেন্ট মার্টিন দ্বীপ	নারিকেল জিনজিরা	সেন্টমার্টিন দ্বীপ	টেকনাফ	কক্সবাজার	৫৯০
সোনালিয়া দ্বীপ	সোনাদিয়া ঘটি ভাঙ্গা (অংশ)	কুতুব জুম	মহেশখালী	কক্সবাজার	৪,৯১৬
হাকালুকি হাওড়	উল্লিখিত ইউনিয়নের সকল মৌজা অথবা মৌজার আংশিক এলাকা যাহা রাজস্ব বিভাগ কর্তৃক বিল হিসাবে রেকর্ডকৃত	সুজানগর, বার্নি, তালিমপুর, পশ্চিমজুড়ি, জাফরনগর, বড়মচল, বকসিমালি, ভাটেরা, গিলাছড়া, উত্তর বাদে পাশা, শরিফগঞ্জ	বড়লেখা বড়লেখা কুলাউড়া কুলাউড়া কুলাউড়া ফেনুচগঞ্জ গোলাবগঞ্জ গোলাবগঞ্জ	মৌলভীবাজার মৌলভীবাজার মৌলভীবাজার মৌলভীবাজার মৌলভীবাজার সিলেট সিলেট সিলেট	১৮৩৮৩
টাংগুয়ার হাওড়	উল্লেখিত ইউনিয়নের সকল মৌজা অথবা মৌজার আংশিক এলাকা যাহা রাজস্ব বিভাগ কর্তৃক বিল হিসাবে রেকর্ডকৃত	উত্তর শ্রীপুর, দক্ষিণ শ্রীপুর, উত্তর বংশিকুন্ড, দক্ষিন বংশিকুন্ড	তাহেরপুর, ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ	৯৭২৭
মারজাত বাওড়	সম্পূর্ণ অথবা মৌজার আংশিক এলাকা যাহা রাজস্ব বিভাগ কর্তৃক বিল হিসাবে রেকর্ডকৃত	রাজস্ব বিভাগ কর্তৃক রেকর্ড মোতাবেক বিল	কালিগঞ্জ	ঝিনাইদহ	২০০

উপরোক্ত এলাকায় নিম্নলিখিত কার্যাবলী নিষিদ্ধ করা হইল যাহা বাংলাদেশ সরকারের গেজেটে প্রকাশনার দিন হইতে কার্যকর হইবে ঃ-

- প্রাকৃতিক বন ও গাছপালা কর্তন বা আহরণ।
- সকল প্রকার শিকার ও বন্যপ্রাণী হত্যা।
- ঝিনুক, কোরাল, কচ্ছপ ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী ধরা বা সংগ্রহ।
- প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাসস্থল ধ্বংস বা সৃষ্টিকারী সকল প্রকার কার্যকলাপ।
- ভূমি এবং পানির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট/পরিবর্তন করিতে পারে এমন সকল কাজ।

- মাটি, পানি, বায়ু এবং শব্দ দূষণকারী শিল্প বা প্রতিষ্ঠান স্থাপন।
- মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীর ক্ষতিকারক যে কোন প্রকার কার্যাবলী।

উন্নততর পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে এই এলাকার পরিসীমা এবং বিধি নিষেধ পরিবর্তন/ পরিবর্ধন করার ক্ষমতা পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সংরক্ষণ করেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সৈয়দ মার্গুব মোরশেদ
সচিব

উপ-নিয়ন্ত্রক,
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
* প্রজ্ঞাপনটি সরকারী গেজেটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হইল।

কার্যার্থে বিতরণ ঃ

১। সকল মন্ত্রণালয়।
২। বিভাগীয় কমিশনার (চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট)।
৩। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫। অত্র মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা।
৬। জেলা প্রশাসকগণ (কক্সবাজার, বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা, সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, ঝিনাইদহ)।
৭। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট সকল বন বিভাগ)।
৮। গার্ড ফাইল।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
শাখা-৪

নং-পবম-৪/৭/৮৭/৯৯/ তারিখ ঃ ২০/০১/১৪০৬ বাং । ০৩/০৫/১৯৯৯ ইং

প্রজ্ঞাপন

পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংক্রান্ত পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ১৯-০৪-৯৯ ইং তারিখের পবম-৪/৭/৮৭/৯৯/২৪৫ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনের আংশিক সংশোধনক্রমে বাগেরহাট, খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেষ্ট এলাকা এবং কক্সবাজার জেলার কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্র সৈকত ও সোনাদিয়া দ্বীপ এর সংশ্লিষ্ট রিজার্ভ ফরেষ্ট এলাকাসমূহে, বর্ণিত প্রজ্ঞাপনে উল্লেখিত বিধি নিষেধের আওতা বহির্ভূত করা হলো। উক্ত প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত অন্যান্য এলাকাসমূহে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের বিধি নিষেধ যথারীতি বহাল থাকবে।

২। রিজার্ভ ফরেষ্ট এলাকা বন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়ায় এবং বন ব্যবস্থাপনার জন্য সুনির্দিষ্ট আইন, বিধি ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা থাকায় উল্লেখিত রিজার্ভ ফরেষ্ট এর আওতাধীন এলাকায় যাবতীয় কার্যাবলী বন আইন, বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইন এবং সরকার অনুমোদিত কার্যকরী পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করা হবে।

৩। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

সৈয়দ মার্গুব মোর্শেদ
সচিব

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।

প্রজ্ঞাপনটি সরকারী গেজেটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।

<u>কার্যার্থে বিতরণ</u> ঃ

১। সকল মন্ত্রণালয়।
২। বিভাগীয় কমিশনার (চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট)।
৩। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫। অত্র মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা।
৬। জেলা প্রকাশকগণ, (কক্সবাজার, বাগেরহাট,খুলনা, সাতক্ষীরা, সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, ঝিনাইদহ)।
৭। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট সকল বন বিভাগ)।
৮। গার্ড ফাইল।

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
শাখা-৪

নং-পবম-৪/৭/৮৭/৯৯/২৬৩

তারিখ ঃ ১৫-০৫-১৪০৬বাং / ৩০-০৮-১৯৯৯ ইং ।

প্রজ্ঞাপন

সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট (Convinced) হইয়াছে যে, অপরিকল্পিত কার্যকলাপের কারণে নিম্নলিখিত এলাকাসমূহের প্রতিবেশ ব্যবস্থা (Ecosystem) সংকটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে বা ভবিষ্যতে আরো অবনতি হইবার আশংকা রহিয়াছে।

এমতাবস্থায়, প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন এবং টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন) ৫ নং ধারার উপ-ধারা (১) এবং ৪নং ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে নিম্নোক্ত এলাকাসমূহকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area) হিসাবে ঘোষণা করা হইল ঃ-

প্রস্তাবিত এলাকার নাম	মৌজা	ইউনিয়ন/ পৌরসভা	উপজেলা	জেলা	মোট এলাকা
সুন্দরবন	সরকার কর্তৃক চিহ্নিত সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেষ্ট এর চতুর্দিকে ১০ কিঃ মিঃ বিস্তৃত এলাকা।	সরকার কর্তৃক চিহ্নিত সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেষ্ট এর চতুর্দিকে ১০ কিঃমিঃ বিস্তৃত এলাকা।	সরকার কর্তৃক চিহ্নিত সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেষ্ট এর চতুর্দিকে ১০ কিঃমিঃ বিস্তৃত এলাকা।	সরকার কর্তৃক চিহ্নিত সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেষ্ট এর চতুর্দিকে ১০ কিঃমিঃ বিস্তৃত এলাকা।	সরকার কর্তৃক চিহ্নিত সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেষ্ট এর চতুর্দিকে ১০ কিঃমিঃ বিস্তৃত এলাকা।

উপরোক্ত এলাকায় নিম্নলিখিত কার্যাবলী নিষিদ্ধ করা হইল যাহা বাংলাদেশ সরকারের গেজেটে প্রকাশনার দিন হইতে কার্যকর হইবে ঃ

- প্রাকৃতিক বন ও গাছপালা কর্তন বা আহরণ।
- সকল প্রকার শিকার ও বন্যপ্রাণী হত্যা।
- সকল প্রকার বন্যপ্রাণী ধরা বা সংগ্রহ।
- প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাসস্থল ধ্বংস বা সৃষ্টিকারী সকল প্রকার কার্যকলাপ।
- ভূমি এবং পানির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট/পরিবর্তন করিতে পারে এমন সকল কাজ।
- মাটি, পানি, বায়ু এবং শব্দ দূষণকারী শিল্প বা প্রতিষ্ঠান স্থাপন।
- মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীর ক্ষতিকারক যে কোন প্রকার কার্যাবলী।

উন্নততর পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে এই এলাকার পরিসীমা এবং বিধি নিষেধ পরিবর্তন/ পরিবর্ধন করার ক্ষমতা পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সংরক্ষণ করেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সৈয়দ মার্গুব মোর্শেদ
সচিব

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

- **প্রজ্ঞাপনটি সরকারী গেজেটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হইল।**

কার্যার্থে বিতরন ঃ

১। সকল মন্ত্রণালয়।
২। খুলনা বিভাগীয় কমিশনার।
৩। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫। অত্র মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা।
৬। জেলা প্রশাসকগন (বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা ও পিরোজপুর)।
৭। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সুন্দরবন।
৮। গার্ড ফাইল।

মোঃ শওকত আলী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
শাখা-৪

নং-পবম-৪/৭/৮৭/২০০১/৮৩৯

তারিখ ঃ ২৬-১১-২০০১ ইং

প্রজ্ঞাপন

সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট হয়েছে যে, অপরিকল্পিত কার্যকলাপের কারণে ঢাকার গুলশান-বারিধারা লেক-এর প্রতিবেশ ব্যবস্থা (Ecosystem) সংকটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হয়েছে বা ভবিষ্যতে আরও অবনতি হবার আশংকা রয়েছে।

এমতাবস্থায়, প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন এবং টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১২ নং আইন) এর ৫ নং ধারায় উপ-ধারা (১)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এর ৩নং বিধি অনুসরণে ঢাকার গুলশান-বারিধারা লেককে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area) হিসাবে ঘোষণা করা হলো।

ঢাকার গুলশান-বারিধারা লেক-এ নিম্নলিখিত কার্যাবলী নিষিদ্ধ করা হলো যা বাংলাদেশ সরকারের গেজেট প্রকাশনার দিন হতে কার্যকর হবে ঃ-

- সকল প্রকার শিকার।
- কচ্ছপ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী ধরা বা সংগ্রহ।
- প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাসস্থল ধ্বংস বা সৃষ্টিকারী সকল প্রকার কার্যকলাপ।
- ভূমি এবং পানির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট/পরিবর্তন করতে পারে এমন সকল কাজ।
- মাটি, পানি, বায়ু এবং শব্দ দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন।
- মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীর ক্ষতিকারক যে কোন প্রকার কার্যাবলী।
- লেকের চারপাশের বাসাবাড়ী, বৈদেশিক মিশন, শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পয়ঃপ্রণালী সৃষ্ট বর্জ্য ও তরল বর্জ্য নির্গমন।
- লেকের চারপাশের বাসাবাড়ী, বৈদেশিক মিশন, শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য নিক্ষেপণ।
- লেকের কিনারায় বা লেকের পানিতে কোন প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানের সদস্য, ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তিসমষ্টির গোসল করা, কাপড় কাঁচা, মলমূত্র ও অন্যান্য বর্জ্য ত্যাগ।

উন্নততর পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে এ এলাকার পরিসীমা এবং বিধি নিষেধ পরিবর্তন/পরিবর্ধন করার ক্ষমতা পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সংরক্ষণ করেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মাহফুজুল ইসলাম
সচিব।

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

* প্রজ্ঞাপনটি সরকারী গেজেটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।

নং- পবম-৪/৭/৮৭/২০০১/৮৩৯ তারিখ ঃ ২৬/১১/২০০১

কার্যার্থে বিতরণ ঃ

১। সকল মন্ত্রণালয়
২। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
৫। চেয়ারম্যান, ঢাকা ওয়াসা।
৬। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন।
৭। মহাপরিচালক, মৎস অধিদপ্তর, ঢাকা।
৮। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা।
৯। কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ এ ঢাকা।

মোঃ মিজানুর রহমান
সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৮৬১২০৭২ (অ)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ভবন
ই-১৬, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

পত্র সংখ্যা-পরিবেশ/ঢাবি/২৪১৭/১৪১৩ তারিখ ঃ ২১-০৪-১৯৯৯ ইং।

বিষয় ঃ **কাপড় কাটা ও সেলাই এর কাজে নিয়োজিত গার্মেন্টস শিল্প কারখানাকে কমলা-"ক" শ্রেণীভূক্ত বিবেচনা করে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রক্রিয়াকরণ প্রসঙ্গে।**

সূত্র ঃ পরিবেশ অধিদপ্তরের স্মারক নং-পরিবেশ/ম.প.(বিবিধ)/২৭/৯৮/১৩২৬, তাং ০৬/০৭/১৯৯৯।

উপরি উক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত কেবল কাপড় কাটা ও সেলাই এর কাজে নিয়োজিত গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে কমলা-"ক" শ্রেণীভূক্ত বিবেচনা করে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুসরণে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রক্রিয়াকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানানো হলো।

এ আর খান
মহা-পরিচালক

১। পরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর
খুলনা বিভাগ/চট্টগ্রাম বিভাগ।
২। উপ-পরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর
ঢাকা বিভাগ/রাজশাহী বিভাগ, বগুড়া।

বিতরণ ঃ
১। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়
ঢাকা বিভাগ
ই-১৬, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭।

স্মারক নং-পরিবেশ/ঢাবি/১/১০৮৩(১০) তারিখঃ ঢাকা, ২৭/৭/৯৯ ইং।

পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, পরিবেশ অধিদপ্তর, পত্রের স্মারক নং-পরিবেশ/ঢাবি/২৪১৭/১৪১৩ তাং-২১/৭/৯৯ ইং এর বরাতে বিষয়ে উল্লিখিত নির্দেশ প্রদান করা হলো।

মোঃ রিয়াজউদ্দিন
উপ-পরিচালক।
পম, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য
১। সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী, পম, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ৩০-১২-২০০১ ইং তারিখে প্রকাশিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর

গণবিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ২৫শে ডিসেম্বর ২০০১

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, জনজীবন ও সুস্থ পরিবেশ সংরক্ষণের স্বার্থে আগামী ১লা জানুয়ারী, ২০০২ ইং তারিখ হইতে ঢাকা মহানগরী এলাকায় পলিথিন শপিং ব্যাগ (২০ মাইক্রন পর্যন্ত পুরু) ব্যবহার ও বাজারজাত বন্ধের জন্য সরকার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

২। এই লক্ষ্যে আগামী ০১-০১-২০০২ ইং তারিখ রোজ মঙ্গলবার হইতে ঢাকা মহানগরী এলাকার সর্বত্র পলিথিন শপিং ব্যাগের (২০ মাইক্রন পর্যন্ত পুরু) ব্যবহার ও বাজারজাত না করার জন্য সকলকে অনুরোধ করা যাইতেছে। ইহা পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর আওতায় জারী করা হইল।

মোঃ হেদায়েতুল ইসলাম চৌধুরী
মহাপরিচালক।

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ১১-৪-২০০২ ইং তারিখে প্রকাশিত]

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
শাখা-৪

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৮ই এপ্রিল ২০০২

নং পবম-৪/২/৯/২০০২/২৪৬- সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট হইয়াছে যে, পলিথিন শপিং ব্যাগের নির্বিচার ব্যবহার পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর রূপ ধারণ করিয়াছে। এমতাবস্থায়, পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন ও পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনকল্পে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সালের ১ নং আইন)-এর ৬ক (সংশোধিত ২০০২) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সকল বা যে কোন প্রকার পলিথিন শপিং ব্যাগ অর্থাৎ পলিইথাইলিন, পলিপ্রপাইলিন বা উহার কোন যৌগ বা মিশ্রন -এর তৈরী কোন ব্যাগ, ঠোংগা বা অন্য কোন ধারক যাহা কোন সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় বা কোন কিছু রাখার কাজে বা বহনের কাজে ব্যবহার করা যায় উহাদের উৎপাদন, আমদানী, বাজারজাতকরণ, বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, মজুদ, বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহন বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ হইতে সমগ্র দেশে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা হইল।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নির্দেশ নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যথা ঃ

(ক) এই প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত সামগ্রী রপ্তানী করা হইলে বা রপ্তানীর কাজে ব্যবহৃত হইলে;

(খ) কোন নির্দিষ্ট শপিং ব্যাগের ক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশ প্রযোজ্য হইবে না মর্মে সময় সময়ে সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে উল্লেখ করা হইলে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাবিহউদ্দিন আহমেদ
সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
শাখা-৪

নং- পবম-৪/৭/৬৫/২০০২(অংশ-১)/৬৪২ তারিখ ঃ ২৭-০৪-১৪০৯ বাং / ১১-০৮-২০০২ ইং ।

প্রজ্ঞাপন

বিগত ০৮-০৪-২০০২ ইং তারিখে জারীকৃত অত্র মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন (স্মারক নং-পবম-৪/২/৯/২০০২/২৪৬) এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ৬ক ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ না করা পর্যন্ত সাময়িকভাবে নিম্নবর্ণিত পণ্যসামগ্রীর মোড়ক হিসাবে পলিথিন শপিং ব্যাগ ব্যবহারের ক্ষেত্রে উক্ত প্রজ্ঞাপনের নির্দেশ প্রযোজ্য হইবে না মর্মে নির্ধারণ করা হইলঃ

(ক) বিস্কুট, চানাচুর, আটা, ময়দা, লাচ্ছা সেমাই, চা, চকলেট, দুধ (গুড়া ও তরল), ন্যাপথালিন, সার ও সিমেন্ট ব্যাগের ভিতরের লাইনার এবং ওরস্যালাইন, ডিসপোজেবল সিরিঞ্জসহ ঔষধশিল্পে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরণের অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী।

তবে শর্ত থাকে যে, মোড়ক হিসাবে ব্যবহৃতব্য পলিথিনের পুরুত্ব কোনক্রমেই ১০০ (একশত) মাইক্রোনের নীচে হইবেনা এবং উহা পাইকারী বা খুচরা পর্যায়ে বা রিপ্যাকিং বা বাজারে শপিং ব্যাগ হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে-

সাবিহউদ্দিন আহমেদ
সচিব।

উপ-নিয়ন্ত্রক,
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
* প্রজ্ঞাপনটি সরকারী গেজেটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হইল।

বিতরণঃ কার্যার্থে-

১। সচিব, সকল মন্ত্রণালয়।
২। সকল বিভাগীয় কমিশনার।
৩। মহা-পরিচালক, পরিবেশ অদিধপ্তর, ঢাকা।
৪। অত্র মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা।
৫। সকল জেলা প্রশাসক।

মোঃ আশরাফ আলী
সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
প্লট নং- ই/১৬, আগারগাঁও,
শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।

নং-পরিবেশ-কারিগরী-১১৯/২০০১/৭০ তারিখ ঃ ২৯/০৯/১৪০৮বাং / ১২/০১/২০০২ খ্রিঃ।

অফিস আদেশ

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এর বিধান অনুসারে পরিবেশ অধিদপ্তরের ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা এবং বগুড়া বিভাগীয় কার্যালয়ে দাখিলকৃত আইইই/ইআইএ/ইএমপি রিপোর্ট পর্যালোচনাসহ ছাড়পত্র প্রক্রিয়াকরণে স্বচ্ছতা আনয়ন, জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা এবং বহুপাক্ষিক করার লক্ষ্যে অধিদপ্তরের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক একটি কমিটি গঠন করা হলো।

১।	পরিচালক (কারিগরী), পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।	আহ্বায়ক
২।	পরিচালক (প্রশাঃ, উন্নঃ ও পরিঃ), পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
৩।	উপ-পরিচালক (গবেষণা/বাস্তবায়ন), পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
৪।	উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।	সদস্য
৫।	উপ-পরিচালক (উন্নঃ ও পরিঃ), পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
৬।	উপ-পরিচালক (ই আই এ), পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
৭।	যুগ্ম-পরিচালক (বায়োঃ), সমাপ্তকৃত পঃ অঃ উঃ প্রঃ, পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
৮।	যুগ্ম-পরিচালক (পানি সম্পদ), সমাপ্তকৃত পঃ অঃ উঃ প্রঃ, পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
৯।	জনাব মোঃ সোলায়মান হায়দার, সহকারী পরিচালক (কারিঃ), পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।	সদস্য-সচিব

২। কার্যপরিধি ঃ

(১) প্রতি সপ্তাহের সোমবার ৩:০০ ঘটিকায় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। সোমবার ছুটির দিন হলে ঐ সপ্তাহের সভা তার পূর্বের দিন অর্থাৎ রবিবার একই সময়ে অনুষ্ঠিত হবে।

(২) কমিটির সভায় যে সকল প্রতিষ্ঠান/বিশেষজ্ঞ/পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের রিপোর্ট পর্যালোচিত হবে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিকে কমিটির সভায় প্রয়োজনে হাজির থাকতে বলা যাবে।

(৩) লাল তালিকাভূক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের আইইই/ইআইএ/ইএমপি রিপোর্টসমূহ পর্যালোচনার ক্ষেত্রে কমিটির সভায় বিশেষজ্ঞ হিসাবে অংশ গ্রহণের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জাতীয় পর্যায়ের এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞ আমন্ত্রণ জানানো যাবে।

(৪) কমিটি প্রয়োজনে অধিদপ্তরের যে কোন কর্মকর্তাকে কমিটির সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করতে/কমিটির সভায় আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

(৫) কমিটি প্রয়োজনে যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের সাইট পরিদর্শন করতে পারবে।

(৬) কমিটির প্রতিটি সভার কার্যবিবরণীতে উপস্থিত সকল সদস্যের স্বাক্ষর থাকতে হবে।

(৭) মহা-পরিচালক মহোদয় কর্তৃক কার্যবিবরণী অনুমোদিত হওয়ার পর কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(৮) সদস্য-সচিব এই কমিটির সকল সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে।

৩। পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণে বর্তমানে চালু পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে এবং সংশ্লিস্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা (পরিচালক/উপ-পরিচালক) পর্যালোচনা মতামতসহ নথি (ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনসহ প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র সভায় উপস্থাপনের নিমিত্তে সদস্য সচিব বরাবরে প্রেরণ করবে।

৪। এতদ্‌সংক্রান্ত পূর্বে জারীকৃত সকল আদেশ এতদ্বারা রহিত করা হলো।

মোঃ হেদায়েতুল ইসলাম চৌধুরী
মহা-পরিচালক।

নং-পরিবেশ-কারিগরী-১১৯/২০০১/৭০

তারিখ ঃ ২৯/০৯/১৪০৮বাং / ১২/০১/২০০২ খ্রিঃ।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঃ

১। পরিচালক (কারিগরী/প্রশাসন/চট্রগ্রাম/খুলনা বিভাগ), পরিবেশ অধিদপ্তর।
২। উপ-পরিচালক (গবেষণা/বাস্তবায়ন), পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।
৩। উপ-পরিচালক, (প্রশাসন ও অর্থ), পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।
৪। উপ-পরিচালক (উন্নঃ ও পরিঃ), পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।
৫। উপ-পরিচালক (ই আই এ), পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।
৬। উপ-পরিচালক (ঢাকা বিভাগ/রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়, বগুড়া), পরিবেশ অধিদপ্তর।
৭। যুগ্ম-পরিচালক (বায়োঃ), সমাপ্তকৃত পঃ অঃ উঃ প্রঃ পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।
৮। যুগ্ম-পরিচালক (পানি সম্পদ), সমাপ্তকৃত পঃ অঃ উঃ প্রঃ পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।
৯। জনাব মোঃ সোলায়মান হায়দার, সহকারী পরিচালক (কারিঃ), পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর, দপ্তর, ঢাকা।
১০। মহা-পরিচালক মহোদয়ের স্টাফ অফিসার, পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।
১১। অফিস কপি

রাজিনারা বেগম
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)।

বিতরণ ঃ

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।

২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বিচার শাখা-৪

নং-১২৭৩-বিচার -৪/৫সি-৪/২০০০ তারিখ ঃ ১৬-১০-২০০১ ইং

প্রেরক ঃ হোসনে আরা আকতার,
সিনিয়র সহকারী সচিব।

প্রাপক ঃ প্রধান হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা,
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৭১, পুরানা পল্টন, ঢাকা।

বিষয় ঃ **২টি বিভাগীয় সদর যথা ঃ ঢাকা ও চট্টগ্রামে ২টি পরিবেশ আদালত ও ঢাকায় ১টি পরিবেশ আপীল আদালত স্থাপন ও পদ সৃজন প্রসঙ্গে।**

জনাব,

উপরোক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হইয়া নিম্নস্বাক্ষরকারী পরিবেশ আদালত আইনের অধীন মামলাসমূহ দ্রুত বিচার নিস্পত্তির জন্য ২টি বিভাগীয় সদর যথাঃ ঢাকা ও চট্টগ্রামে ১টি করিয়া মোট ২টি পরিবেশ আদালত গঠন এবং প্রতিটি আদালতের জন্য ৫টি করিয়া মোট ১০টি কর্মকর্তা/কর্মচারীর এবং ঢাকায় ১টি পরিবেশ আপীল আদালত এর ৫টি কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিম্নলিখিত পদ অস্থায়ীভাবে ৩১/০৫/২০০২ ইং তারিখ পর্যন্ত সৃজনে সরকারের মঞ্জুরী স্থাপন করিতেছি। পরিবেশ আপীল আদালতের জন্য সৃষ্ট ৫টি পদ বিলুপ্ত নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের জনবল থেকে সমন্বয়/স্থানান্তরের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	বেতন স্কেল
১।	বিচারক (সাব জজ ও সহকারী দায়রা জজ)	১ x ২ = ২ টি	৯,৫০০-১২,১০০/-
২।	ষ্টেনো টাইপিষ্ট/কমঃ অপারেটর	১ x ২ = ২ টি	২১০০-৪৩১৫/-
৩।	বেঞ্চ সহকারী	১ x ২ = ২ টি	১৮৭৫-৩৬০৫/-
৪।	জারী কারক	১ x ২ = ২ টি	১৫৬০-২৬৯৫/-
৫।	এম,এল,এস,এস	১ x ২ = ২ টি	১৫০০-২৪০০/-
	পরিবেশ আপীল আদালত		
১।	বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ)	১ টি পদ	১১,৭০০-১৩,৫০০/-
২।	বেঞ্চ সহকারী	১ টি পদ	১৮৭৫-৩৬০৫/-
৩।	ষ্টেনো টাইপিষ্ট/কমঃঅপারেটর	১ টি পদ	২১০০-৪৩১৫/-
৪।	জারী কারক	১ টি পদ	১৫৬০-২৬৯৫/-
৫।	এম,এল,এস,এস	১ টি পদ	১৫০০-২৪০০/-

(২) এই আদেশ জারীতে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ও অর্থ বিভাগের সম্মতি রহিয়াছে এবং মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা সানুগ্রহ অনুমোদন প্রদান করিয়াছেন।

(৩) এই ব্যয় ২০০১-২০০২ সালের বাজেটে প্রধান শিরোনাম সংবিধানিক প্রতিষ্ঠান কোড "৩-২১৪১-০০০১- দেওয়ানী ও দায়রা আদালতসমূহ" ব্যবস্থার অধীনে বহন করিবে।

বিনীত,

হোসনে আরা আকতার

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ৭-৩-২০০২ ইং তারিখে প্রকাশিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বিচার শাখা-৪।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২২শে ফাল্গুন ১৪০৮/৬ই মার্চ ২০০২

এস,আর,ও, নং ৪৫-আইন/২০০২ - সরকার পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১১ নং আইন) এর -

(ক) ধারা ৪ (১) এর বিধান মোতাবেক ঢাকা ও চট্টগ্রামে ১ (এক) টি করিয়া পরিবেশ আদালত প্রতিষ্ঠা করিল;

২। ইহা ১৮-০২-২০০২ ইং তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহম্মদ নুরুল হুদা
উপ-সচিব (প্রশাসন)।

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ৭-৩-২০০২ ইং তারিখে প্রকাশিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বিচার শাখা-৪

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২২শে ফাল্গুন ১৪০৮/৬ই মার্চ ২০০২

এস,আর,ও নং ৪৪-আইন/২০০২ - সরকার পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১১ নং আইন) এর -

(ক) ধারা ১২ (১) এর বিধান মোতাবেক সমগ্র বাংলাদেশের জন্য ঢাকায় ১টি পরিবেশ আপীল আদালত প্রতিষ্ঠা করিল;

২। ইহা ১৮-০২-২০০২ ইং তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহম্মদ নুরুল হুদা
উপ-সচিব (প্রশাসন)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ভবন, প্লট ঃ ই/১৬, আগারগাঁও,
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

বিজ্ঞপ্তি

নং - পরিবেশ/১০০৬ তারিখ ঃ ০৪-০৫-২০০২ ইং

বিষয় ঃ **বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর অধীনে পলিথিন শপিং ব্যাগ সংক্রান্ত অপরাধ তদন্ত ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে পুলিশের কতিপয় কর্মকর্তাকে ক্ষমতা প্রদান।**

পলিথিন শপিং ব্যাগ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বিবেচনায় সরকার বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (যাহা ২০০২ সনের ৯ নং আইন দ্বারা সংশোধিত) এর ৬ক ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন দ্বারা সকল প্রকার পলিথিন শপিং ব্যাগ এর উৎপাদন, আমদানী, বাজারজাতকরণ, বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, মজুদ, বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহন বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়াছে। সুতরাং পলিথিন শপিং ব্যাগের উৎপাদন ও উল্লিখিত অন্যান্য কার্যক্রম বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত) এর ১৫ (১) ধারায় বর্ণিত টেবিলের ৪ নং ক্রমিকের বিধান অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ।

তৎপ্রেক্ষিতে, বাংলাদেশ পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ (যাহা ২০০২ সনের ১০ নং আইন সংশোধিত) এর ২ (খ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্দ্বারা পলিথিন শপিং ব্যাগ সংক্রান্ত উপরোক্ত অপরাধসমূহের ব্যাপারে অনুসন্ধান, কোন স্থানে প্রবেশ, কোন কিছু আটক, আনুষ্ঠানিক তদন্ত ও অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ এবং প্রয়োজনবোধে পরিবেশ আদালত বা স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট এর আদালতে পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ (সংশোধিত) অনুযায়ী মামলা দায়েরের উদ্দেশ্যে পুলিশের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণকে উক্ত আইনের ২ (খ) ধারায় সংজ্ঞায়িত "পরিদর্শক" এর ক্ষমতা প্রদান করা হইল ঃ-

(১)	মেট্রোপলিটান এলাকায়	-	এস,আই/সমপর্যায় হইতে এ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার অব পুলিশ পর্যন্ত;
(২)	মেট্রোপলিটান বহির্ভূত এলাকায়	-	এস,আই/সমপর্যায় হইতে সহকারী পুলিশ সুপার পর্যন্ত।

২। পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ (সংশোধিত) এর ৭(৩) ধারার অধীনে প্রাথমিক রিপোর্টের ভিত্তিতে আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু করা না করা বা অন্যবিধ কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত প্রদান এবং তদন্ত শেষে ৭ (৭) ধারার অধীনে তদন্ত প্রতিবেদন অনুমোদনের উদ্দেশ্যে মেট্রোপলিটান এলাকায় এসিসট্যান্ট কমিশনার অব পুলিশ ও তদূর্ধ্ব পুলিশ কর্মকর্তা এবং মেট্রোপলিটান বহির্ভূত এলাকায় এ,এস,পি ও তদূর্ধ্ব পুলিশ কর্মকর্তাকে উক্ত ধারাবলে এতদ্দ্বারা ক্ষমতা প্রদান করা হইল।

মোঃ হেদায়েতুল ইসলাম চৌধুরী
মহা-পরিচালক।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
জেএ-৪ শাখা।

নং-সম/জেএ-৪/৪৫/২০০২-৩০৯ তারিখ ঃ ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৯ / ২৯শে মে, ২০০২

প্রজ্ঞাপন

বাংলাদেশ পরিবেশ আদালত আইন ২০০০ (যাহা ২০০২ সনের ১০ নং আইন দ্বারা সংশোধিত) এর অধীনে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ প্রসঙ্গে উক্ত আইনের ৫ (খ) ধারা বলে সরকার নিম্নেবর্ণিত নির্দেশ জারী করিলেন ঃ-

ক) চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য তৎকর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটকে তাহাঁদের সাধারণ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে পরিবেশ আইনে বর্ণিত স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের এখতিয়ারভূক্ত আপরাধগুলোর বিচারের জন্য স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করিতে পারিবেন।

খ) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মেট্রোপলিটন এলাকার বাহিরে জেলা পর্যায়ে তৎকর্তৃক নির্ধারিত এলাকার জন্য নির্ধারিত সংখ্যক প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটকে তাঁহাদের সাধারণ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে পরিবেশ আইনে বর্ণিত স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের এখতিয়ারভূক্ত অপরাধগুলোর বিচারের জন্য স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করিতে পারিবেন।

গ) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রয়োজনবোধে উপজেলা পর্যায়ে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সংশ্লিষ্ট উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেটকেও তাঁহার সাধারণ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে পরিবেশ আইনে বর্ণিত স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের এখতিয়ারভূক্ত অপরাধগুলোর বিচারের জন্য স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করিতে পারিবেন।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হইল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ তাজুল ইসলাম মিঞা
সিনিয়র সহকারী সচিব।
ফোন ঃ ৮৬১৯২৩৫

নং-সম/জেএ-৪/৪৫/২০০২-৩০৯/১(১৫০) তারিখ ঃ ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৯ / ২৯শে মে, ২০০২।

অনুলিপি সদয় অবগতি/কার্যক্রম গ্রহনের জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ

১। মন্ত্রীপরিষদ সচিব, মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ/মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

২। সচিব, পরিবেশ ও বন/স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৩। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/রাজশাহী/বরিশাল/চট্টগ্রাম/সিলেট/খুলনা।

৪। যুগ্ম-সচিব (এপিডি/শৃঙ্গলা/প্রশাসন), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

৫। মূখ্য মহানগর হাকিম, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা।

৬। জেলা প্রশাসন (সকল .....)

৭। উপ-নিয়ন্ত্রক, ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা। পরবর্তী গেজেটে প্রকাশের জন্য।

৮। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

৯। সিনিয়র সহকারী সচিব (জেএ-১/উনি-৩/এফএ/সচিবালয়/সিআর-২/ডি-২ শাখা), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

১০। সিনিয়র সিষ্টেমস এনালিষ্ট, পিএসিপি, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

১১। .....।

মোঃ তাজুল ইসলাম মিঞা
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
ই-১৬, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

নং-পরিবেশ/১৬৪২ তারিখ ঃ ২৩-০৭-২০০২ ইং।

পরিপত্র

বিষয় ঃ **পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ এর বিভিন্ন বিধানের ক্ষমতা অপর্ণ এবং আনুষঙ্গিক।**

নিম্ন টেবিলে উল্লিখিত পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ এর বিভিন্ন ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উক্ত ধারার বিপরীতে উল্লিখিত কর্মকর্তাকে ক্ষমতা অপর্ণ করা হইল ঃ-

টেবিল

ক্রমিক নং	উক্ত আইন এর সংশ্লিষ্ট বিধান	অর্পিত ক্ষমতার বিবরণ	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
০১।	ধারা ২(খ)	এই ধারার সংজ্ঞা অনুসারে পরিদর্শকের ক্ষমতা প্রদান।	বিভাগীয় অফিসে পর্যাপ্ত সংখ্যক পরিদর্শক না থাকিলে জ্যেষ্ঠ প্রকর্মী/কনিষ্ঠ রসায়নবিদ/ তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা এবং মহা-পরিচালক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সদর দপ্তরের কর্মকর্তা।
০২।	ধারা ৭ এর উপ-ধারা (২), (৩) ও (৭)	এই ধারার অধীনে তদন্ত কার্যক্রম শুরু, প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুমোদন এবং তদন্ত প্রতিবেদন অনুমোদন।	বিভাগীয় অফিসের ক্ষেত্রে উক্ত অফিসের প্রধান (পরিচালক/উপ-পরিচালক); তবে ক্রমিক নং ১ অনুসারে সদর দপ্তরের কোন কর্মকর্তা তদন্ত করলে, মহা-পরিচালকের অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

২। উক্ত আইনের ৫গ(১) ধারার শর্তাংশে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা অনুমোদন প্রদান করা হইল যে, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ৬ ধারায় বর্ণিত ক্ষতিকর ধোঁয়া বা গ্যাস নিঃসরণকারী যানবাহন সংক্রান্ত অপরাধ এবং ৬ক ধারা অনুসারে নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগ সংক্রান্ত অপরাধ এর ক্ষেত্রে পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ এর ৭ ধারায় বর্ণিত আনুষ্ঠানিক তদন্ত সংক্রান্ত বিধানাবলী অনুসরণ ব্যতিরেকেই একজন পরিদর্শক তাহার রিপোর্ট স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট সরাসরি পেশ করিতে পারিবেন।

মোঃ হেদায়েতুল ইসলাম চৌধুরী
মহা-পরিচালক

নং-পরিবেশ/১৬৪২ তারিখ ঃ ২৩-০৭-২০০২ ইং।

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঃ

১। বিচারক, পরিবেশ আপীল আদালত, ঢাকা/পরিবেশ আদালত, ঢাকা/চট্রগ্রাম।
২। পরিচালক (প্রশাসন/কারিগরী), পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।
৩। বিভাগীয় অফিস প্রধান, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা/চট্রগ্রাম/খুলনা/রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়, বগুড়া।
৪। কমিশনার অব পুলিশ, ঢাকা/চট্রগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা মেট্রোপলিটান এলাকা।
৫। ডেপুটি কমিশনার .....
৬। উপ-নিয়ন্ত্রক, ফরমস এন্ড পাবলিকেশন, বিজিপ্রেস, তেজগাঁও, ঢাকা,
তাঁহাকে উপরের পরিপত্রটি গেজেটে প্রকাশের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হইল।
৭। পুলিশ সুপার .....
৮। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। সভাপতি, এফবিসিসিআই, ফেডারেশন ভবন, ৬০, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
১২। উপপরিচালক (প্রশাসন/কারিগরী/গবেষণা/উন্নয়ন/ইআইএ/আন্তর্জাতিক কনভেনশন/শিল্প দূষণ)/ প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।

রাজিনারা বেগম
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
শাখা-৮।

স্মারক নং- শা-৮/চউক-১/৯৪/৩৩৫ তারিখ ঃ ৮/১/৯৫ ইং।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সরকার ইমারত নির্মাণ আইন, ১৯৫২ (১৯৯০ সালে সংশোধিত) এর ৩ সি (৪) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জেলা সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভী বাজার, হবিগঞ্জ, কুমিল্লা, বান্দরবন, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, চট্রগ্রাম (সিডি বহির্ভূত এলাকার জন্য) কক্সবাজার, টাংগাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, নেত্রকোনা, এর জন্য নিম্নরূপ একটি কমিটি গঠন করিলেন।

১।	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২।	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)	সদস্য
৩।	থানা নির্বাহী অফিসার	সদস্য
৪।	নির্বাহী প্রকৌশলী, পি, ডব্লিউ, ডি	সদস্য
৫।	পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	সদস্য
৬।	পৌরসভার নির্বাহী অফিসার	সদস্য
৭।	রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর	সদস্য-সচিব।

২। এই কমিটি ইমারত নির্মাণ আইনের ৩সি(১) ধারায় বর্ণিত অথোরাইজড অফিসারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলেন এবং উহা কেবল সংশ্লিষ্ট জেলার আওতাধীন এলাকার এবং চট্রগ্রামের ক্ষেত্রে সিডি বহির্ভূত জেলার আওতাধীন এলাকার জন্য পাহাড় কর্তন বা মোচন (Cutting and/or razing) এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৩। এই কমিটি কর্তৃক পাহাড় কর্তন বা মোচন (Cutting and/or razing) সংক্রান্ত কোন অনুমোদন প্রদানের সিদ্ধান্তে উক্ত আইনের ৩ সি (১) ধারার প্রথম প্রভিশো অনুযায়ী সরকারের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে। সরকারের অনুমোদন লাভের পূর্বে এই কমিটি কর্তৃক পাহাড় কর্তন ও/বা মোচন (Cutting and/or razing) সংক্রান্ত কোন অনুমতি পত্র প্রদান করা যাইবে না।

৪। এই কমিটি সময়ে সময়ে সরকারের চাহিদা মোতাবেক উহার আওতাধীন এলাকায় পাহাড় কর্তন/ মোচন ও সংরক্ষণ বিষয়ে প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল করিবেন।

৫। এই কমিটি জনস্বার্থে গঠন করা হইল এবং কমিটি অবিলম্বে কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোঃ বদিউল আলম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

উপ-নিয়ন্ত্রক,
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়,

তেজগাঁও, ঢাকা।

স্মারক নং- শা-৮/চউক-১/৯৪/৩৩৫ তারিখ ঃ ৮/১/৯৫ ইং।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল ঃ-

১। জেলা প্রশাসক, সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভী বাজার, হবিগঞ্জ, কুমিল্লা, বান্দরবন, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, টাংগাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, নেত্রকোনা।

২। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, কুমিল্লা, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, টাংগাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, নেত্রকোনা।

৩। থানা নির্বাহী অফিসার। (সংশ্লিষ্ট থানা) ----------

৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, পি,ডব্লিউ,ডি। (সংশ্লিষ্ট জেলা) ----------

৫। পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি।

৬। পৌরসভার নির্বাহী অফিসার।

৭। রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর (সংশ্লিষ্ট জেলা) ----------

মোঃ বদিউল আলম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ভবন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

স্মারক নং-পরিবেশ/সাঃ ৪৯৭/৯১/৫৪৫

তারিখ, ঢাকা ১৬/১১/১৪০৮ বাং / ২৮/০২/২০০২ ইং

সচিব
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

বিষয় ঃ **পাহাড় কর্তন ও/বা মোচন (Cutting and/or razing) সংক্রান্ত বিষয়ে গাজীপুর ও নরসিংদী জেলাকে অন্তর্ভূক্ত করণ প্রসঙ্গে।**

সাম্প্রতিক কালে লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, কতিপয় স্বার্থন্বেষী মহল কর্তৃক নরসিংদী, শেরপুর, জামালপুর ও গাজীপুর জেলায় অবস্থিত পাহাড়/টিলা সমূহ অবৈধভাবে কর্তন ও/বা মোচন (Cutting and/or razing) সাধন করা হইতেছে।

২। এই ধরনের অবৈধ কার্যক্রম প্রতিরোধ করিবার লক্ষে স্মারক নং-শা-৮/চউক-১/৯৪/৩৩৫, তাং-৮/১/৯৫ ইং এর মাধ্যমে ইমারত নির্মাণ আইন, ১৯৫২ (১৯৯০ সালে সংশোধিত) এর ৩ সি (৪) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, কুমিল্লা, বান্দরবন, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, চট্রগ্রাম (সিডিএ বহির্ভূত এলাকার জন্য), কক্সবাজার, টাংগাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, নেত্রকোনা জেলার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

৩। একই ধরনের অবৈধ কর্মকান্ড প্রতিহত করিবার জন্য শেরপুর, নরসিংদী ও গাজীপুর জেলাকে উক্ত কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। কারণ এই সমস্ত জেলায়ও পাহাড়/টিলা রহিয়াছে যাহা কর্তন বা মোচন করা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।

৪। প্রাকৃতিক ভারসাম্য এবং পরিবেশ সংরক্ষণের স্বার্থে ইমারত নির্মাণ আইন, ১৯৫২ (১৯৯০ সালে সংশোধিত) এর ৩ সি (৪) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে স্মারক নং-শা-৮/চউক-১/৯৪/৩৩৫, তাং ৮-১-৯৫ ইং এর মাধ্যমে গঠিত কমিটি সংশোধন পূর্বক গাজীপুর, নরসিংদী ও শেরপুর জেলার জন্যও কমিটি গঠন করার জন্য অনুরোধ করা গেল।

সংযুক্তি ঃ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ৮-১-৯৫ ইং তারিখের শা-৮/চউক-১/৯৪/৩৩৫ সংখ্যক স্মারক মূলে গেজেটে প্রকাশের জন্য জারীকৃত বিজ্ঞপ্তির ছায়ালিপি।

মোঃ হেদায়েতুল ইসলাম চৌধুরী
মহা-পরিচালক।

দিনকাল, ইনকিলাব, যুগান্তর, Daily Star পত্রিকায় প্রকাশিত
সোমবার ২৭ ফাল্গুন ১৪০৮ বাংলা
11 March 2002

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ভবন, সদর দপ্তর
ই-১৬, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

স্মারক নং- পরিবেশ/সাঃ৪৯৭/৯১/৬০৪ তারিখ ঃ ০৯/০৩/০২ ইং

গণবিজ্ঞপ্তি

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, দেশে কতিপয় ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অবৈধভাবে পাহাড় কর্তন করিবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাইতেছে। বিষয়টি দেশের প্রচলিত আইনের গুরুতর লংঘন এবং দেশের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার জন্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিকর।

২। ইহা সর্বজনবিদিত যে, প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট পাহাড় পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার্থে বিশেষ অবদান রাখিয়া আসিতেছে। পাহাড়, নদ-নদী, সমতল সব কিছু মিলাইয়াই এক একটি পরিবেশ (Eco-system) গড়িয়া উঠে। প্রতিবেশের কোন একটি উপাদানের ক্ষতিসাধিত হইলে অন্যান্য উপাদানের উপরও তাহার বিরূপ প্রভাব পড়িবে। অধিকন্তু, প্রাকৃতিক পরিবেশ একবার কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হইলে কোনক্রমেই তাহা আর পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনা যায় না। পাহাড় কাটার ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয়, বন উজাড় হয়, মাটির অণুজীবের ক্ষতিসাধিত হয়, বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি তাহাদের আবাসস্থল হারায় এবং জীব বৈচিত্র্য বিলুপ্ত হইবার আশংকা দেখা দেয়। পাহাড় ও পাহাড়ী বন ধ্বংসের কারণে মাটির উপরিভাগ (Top Soil) নষ্ট হইয়া ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং ভূমিক্ষয়, খাল, বিল ও নদীনালা ভরাট ত্বরান্বিত হয়।

৩। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এর ৪ (১) ধারাবলে পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের উদ্দেশ্যে এই গণবিজ্ঞপ্তি দ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, সমগ্র দেশের বিভিন্ন এলাকায় পাহাড়, টিলা ইত্যাদি ইমারত নির্মাণ আইন ১৯৫২ (১৯৯০ সালে সংশোধিত) এর ৩সি ধারা ও ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ১৯৯৬ এর ৩ নং বিধি দ্বারা পাহাড় কর্তন ও/বা মোচন (Cutting and/or razing) -এর ক্ষেত্রে অনুমোদনপ্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেহ কোন পাহাড় বা টিলা কর্তন/মোচন করিতে পারিবেন না।

৪। বর্ণিত অবস্থায় পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫-এর ৪(১) ধারাবলে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে এতদ্বারা নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে যে, পাহাড় কর্তন/মোচনের ক্ষেত্রে তাঁহারা ১৯৫২ সালের ইমারত নির্মাণ আইন ও ১৯৯৬ সালের ইমারত নির্মাণ বিধিমালা অনুসরণ করিবেন। অন্যথায় এই নির্দেশ ভংগকারী পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (২০০০ সালে সংশোধিত) ১৫ ধারা মোতাবেক অনূর্ধ্ব ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ড বা অনুর্ধ্ব ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৫। ইহা বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর বিধান অনুযায়ী জারি করা হইল।

ডিএফপি-৫৭৯৩-১০/৩
স-১২০১/০২ (৭ x ২)

(মোঃ হেদায়েতুল ইসলাম চৌধুরী)
মহাপরিচালক।

টেলিগ্রাম
বাংলা ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়,
ঢাকা।

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ

বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-১২

তারিখ ঃ ২৩-০৬-১৪০৪ বাং / ২৮-১০-১৯৯৭ ইং।

বাংলাদেশের সকল তফসিলী ব্যাংক।

জাতীয় পরিবেশ কমিটির ২য় বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন প্রসংগে।

প্রিয় মহোদয়,

পরিবেশ দূষণ রোধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ০৪-০৫-৯৭ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিবেশ কমিটির ২য় বৈঠকে ব্যাংক সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছে ঃ-

১। **বিদ্যমান শিল্প কারখানার ক্ষেত্রে ঃ**

(ক) স্থাপিতব্য শিল্প কারখানা সমূহকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের সময় ব্যাংক/ঋণ প্রদানকারী সংস্থাসমূহ বর্তমানে যে প্রথা অনুসরণ করে থাকে, বিদ্যমান শিল্প কারখানায় বেলায়ও চলতি মূলধন (WORKING CAPITAL) প্রদানের সময় ব্যাংক/ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাদি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে একই পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(খ) কোন বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠানের BMRE সংক্রান্ত কর্মকান্ডে ব্যাংক/ঋণ প্রদানকারী সংস্থাসমূহ, পরিবেশ সংরক্ষণের নিমিত্তে, স্থাপিতব্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অনুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

২। **স্থাপিতব্য শিল্প কারখানার ক্ষেত্রে ঃ**

ব্যাংক ঋণের আওতায় স্থাপিতব্য শিল্প কারখানার যন্ত্রপাতি আমদানী তালিকায় বর্জ্য পরিশোধন প্লান্ট সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির অন্তর্ভূক্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরই কেবল যন্ত্রপাতি আমদানীর জন্য সে সকল শিল্প কারখানার অনুকূলে এলসি খোলার অনুমতি দিতে হবে।

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অনুগ্রহ পুর্বক প্রাপ্তি স্বীকার করবেন।

আপনার বিশ্বস্ত,

মীর আব্দুর রহিম
উপ-মহা ব্যবস্থাপক

অতি জরুরী
বিশেষ বাহক মারফত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
বিআরটিএ শাখা।

নং- সওজে/বিআরটিএ/পরিবেশ-৯/৯৯(অংশ-৪)-২৮৯ তারিখ ঃ ১৩-০৫-২০০২ ইং।

বিষয় ঃ **ঢাকা মহানগরীতে ১ সেপ্টেম্বর, ২০০২ তারিখ থেকে ২-ষ্ট্রোক ইঞ্জিন চালিত থ্রী-হুইলার মোটরযানের চলাচলের জন্য রূট পারমিট ও ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান না করা প্রসঙ্গে।**

সূত্র ঃ অত্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-সওজে/বিআরটিএ/পরিবেশ-৯/৯৯(অংশ-৪)-২৭১, তারিখঃ ০২-০৫-২০০২ ইং।

সুত্রে উল্লেখিত পত্রের বরাতে জানানো যাচ্ছে যে, মোটর ভেহিক্যালস্ অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩ এর ৫৩ ধারা বলে সরকার ১লা সেপ্টেম্বর, ২০০২ তারিখ থেকে ঢাকা মহানগর এলাকায় ২-ষ্ট্রোক ইঞ্জিন চালিত থ্রী-হুইলার যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ঢাকা মহানগরীর বাইরে চলাচলের জন্য ২-স্ট্রোক ইঞ্জিন বিশিষ্ট থ্রী-হুইলার যানবাহন এ নিষেধাজ্ঞার আওতায় আসবে না।

২। অতএব, উপরোল্লিখিত সরকারী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে তাঁকে অনুরোধ করা হলো।

এ,টি,কে,এম, ইসমাইল
উপ-সচিব (পরিবহণ)।

১। চেয়ারম্যান,
বিআরটিএ, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা।

২। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।

৩। কমিশনার ডি,এম,পি
ও
সভাপতি, ঢাকা মেট্রোপলিটন আর.টি.সি।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
ঢাকা।

আ,স, পত্র নং পবম (শা-৩)২১/৯৯/৯৮ তারিখ ঃ ২১শে নভেম্বর, ১৯৯৯ ইং।

বিষয় ঃ **ব্রিক ফিল্ড (ইটের ভাটা) এর অনুকূলে লাইসেন্স প্রদান স্থগিতকরণ প্রসঙ্গে।**

জেলা প্রশাসক,

আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে, দেশে বিদ্যমান শত শত ইটের ভাটাসমূহে কয়লা দিয়ে ইট পোড়ানোর ফলশ্রুতিতে ইতোমধ্যেই বায়ু মন্ডলে প্রচুর সালফার ডিপোজিশন হয়েছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে আশংকা করা যাচ্ছে যে অদূর ভবিষ্যতে Acid rain (অম্ল বৃষ্টি) হতে পারে। অন্যদিকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, অনেক ব্রিক ফিল্ডে কয়লা ব্যবহারের পাশাপাশি গাছ পোড়ানো হচ্ছে যা ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন (১৯৮৯) এবং এর সংশোধনী অনুযায়ী নিষিদ্ধ।

উল্লেখিত দুই প্রকার কর্মকান্ডই পরিবেশের উপর সুদূর প্রসারী ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে বিধায় অত্র মন্ত্রণালয় নীতিগতভাবে এই মর্মে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, আপাতত নতুন কোন ব্রিক ফিল্ডে লাইসেন্স প্রদান ঠিক হবে না। এ প্রেক্ষিতে আপনার জেলা প্রশাসন এর অধীন নতুন ইট ভাটা সমূহের অনুকূলে আপাতত লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রম স্থগিত রাখার অনুরোধ জানাচ্ছি।

আন্তরিকভাবে আপনার,

সৈয়দ মার্গুব মোর্শেদ
সচিব।

জেলা প্রশাসক (সকল)

অনুলিপি ঃ
১। মহা-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
শাখা-৪।

নং- পবম-৪/৭/১২৩/২০০২/৯১২

তারিখ ঃ ২০-১০-২০০২ ইং।

পরিপত্র

বিষয় ঃ **ইটের ভাটার অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র ও লাইসেন্স প্রদান প্রসঙ্গে।**

পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য সারাদেশে ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯ এবং (সংশোধন) আইন, ২০০১ মোতাবেক ইটের ভাটা স্থাপন এবং পরিবেশ সংরক্ষণ আইন/বিধি অনুসারে ছাড়পত্র গ্রহণ সঠিকভাবে কার্যকর করা একান্ত প্রয়োজন। সেই প্রেক্ষিতে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হইল ঃ

১। পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট হইতে অথবা মহাপরিচালকের দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হইতে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিবেশগত/অবস্থানগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে কেহ কোন ইটভাটা স্থাপন বা পরিচালনা করিতে পারিবেন না। এইরূপ আবেদনের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা এইরূপ প্রমাণ দাখিল বা অঙ্গীকার করিবেন যে, উদ্যোক্তা ১২০ ফুট উচ্চতার চিমনী স্থাপনের কাজ শুরু করিয়াছেন এবং তাহা ৪ (চার) মাসের মধ্যে শেষ করিবেন।

২। উদ্যোক্তা পরিবেশগত/অবস্থানগত ছাড়পত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট পরিবেশ অধিদপ্তরে এবং জেলা প্রশাসকের লাইসেন্সের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের দপ্তরে আবেদন করিবেন। পরিবেশ অধিদপ্তর হইতে ছাড়পত্র প্রদানের পর জেলা প্রশাসকগণ ইট ভাটার লাইসেন্স প্রদান করিবেন।

৩। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০০১- অনুসরণপূর্বক এবং ৩ নং ধারার (৩) উপ-অনুচ্ছেদের বিধি মোতাবেক সঠিকভাবে তদন্ত সাপেক্ষে নুতন ইটের ভাটার লাইসেন্স প্রদান করিবেন।

৪। পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ব্যতিরেকে কোন জেলা প্রশাসক ইট ভাটার লাইসেন্স নবায়ন করিবেন না। নবায়ন করিবার পূর্বে উদ্যোক্তা কর্তৃক পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র, চিমনী স্থাপনের প্রত্যয়নপত্র এবং VAT প্রদান সংক্রান্ত কাগজপত্র দাখিল করিবার পরই লাইসেন্স নবায়ন করিবেন।

৫। প্রতিটি জেলায় নতুন প্রযুক্তিতে ব্লক ইট তৈরীতে উদ্যোক্তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে।

৬। কোন অবস্থায়ই কোন ইট ভাটায় কাঠ বা কাঠ জাতীয় জ্বালানী ব্যবহার করা যাইবে না।

৭। পাহাড়ের পাদদেশে বা বনাঞ্চলে কোন ইটের ভাটা তৈরী করা যাইবে না (তিনটি পার্বত্য জেলার ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তা স্থানীয়ভাবে তদন্ত করিয়া ইট ভাটার স্থান নির্ধারণ করিবেন)।

৮। ঘনবসতিপূর্ণ, সরকার কর্তৃক স্বীকৃত সংরক্ষিত এলাকা, বিনোদনমূলক এলাকা এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার আশেপাশে ইট ভাটা স্থাপন করা যাইবে না।

৯। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত মান অনুযায়ী (২৪/১০/২০০০ ইং তারিখের এস.আর,ও, ৩২৪-আইন/২০০০) এর নির্দেশ মোতাবেক কয়লা আমদানীকারকগণ যে কয়লা আমদানী করিবেন সেই কয়লা ইট পোড়ানোর কাজে ব্যবহার করিতে হইবে।

এতদ্বারা পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ২১শে নভেম্বর ১৯৯৯ তারিখের আ.স.পত্র নং-পবম(শা-৩)২১/৯৯/৯৮৭- এবং ৭ এপ্রিল ২০০১ তারিখের-পবম(শা-৩) ২১/৯৯/২৯১ সংখ্যক স্মারকের নির্দেশনা প্রত্যাহার করা হইল। তবে ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০০১-এর বিধিবিধানের ব্যত্যয় ঘটিয়ে কোন ইটভাটা স্থাপন করা যাইবে না। ইট ভাটা স্থাপন ও তদারকিতে আইনের কোন ব্যত্যয় অথবা গাফলতি ঘটিলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা দায়ী থাকিবেন।

জনস্বার্থে এ পরিপত্র জারি করা হইল। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সাবিহউদ্দিন আহমেদ
সচিব।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরিত হলো ঃ

১। সচিব, সকল মন্ত্রণালয়।
২। জেলা প্রশাসক, (সকল জেলা)।
৩। মহা-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।
৪। প্রধান বন সংরক্ষক, বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৫। বিভাগীয় কমিশনার, (ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/সিলেট/বরিশাল বিভাগ)।
৬। প্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭। মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

৫ম ভাগ

পরিবেশ নীতি , ১৯৯২ ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম

মনোগ্রাম

পরিবেশ নীতি ১৯৯২
ও
বাস্তবায়ন কার্যক্রম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

মুখবন্ধ

আমাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যাপারেও যে করণীয় আছে সে প্রশ্নে আজ কারো দ্বিমত নেই বললেই চলে। জাতীয় পর্যায়ে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য একটি নীতিমালার প্রয়োজন দীর্ঘদিন ধরে অনুভূত হচ্ছে। পরিবেশ নীতি সেই চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে।

বস্তুতঃ কেবল নীতিমালাই নয়, সরকারী-বেসরকারী সকল পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম ও কর্মসূচীতে যাতে উক্ত নীতিমালার বাস্তব প্রতিফলন ঘটে এবং প্রত্যেকে তাদের করণীয় সম্পর্কে একটি রূপরেখা পান ও সে সম্পর্কে সজাগ থাকেন তা নিশ্চিত করার জন্য পরিবেশ সংক্রান্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিবেশ নীতি এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রম প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে পরামর্শের মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং আমি এই সুযোগে যারা এ ব্যাপারে সাহায্য/সহযোগিতা প্রদান করেছেন তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। উন্নয়ন এবং পরিবেশ অংগাংগীভাবে জড়িত। ক্ষেত্র বিশেষে উন্নয়নের প্রচেষ্টা এবং পরিবেশ সংরক্ষণ প্রয়াসে একটি আপাতঃ এবং সাময়িক বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হলেও টেকসই উন্নয়নের প্রত্যয় আমাদের এই ধারনা যোগায় যে, বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের সুষ্ঠু বিকাশের স্বার্থে এবং মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে পরিবেশ সংরক্ষণের বিকল্প নেই। এই প্রেক্ষাপটে বর্তমান সরকার অনুমোদিত পরিবেশ নীতি ১৯৯২ ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম একটি উল্লেখ্যযোগ্য পদক্ষেপ। এই নীতির দ্রুত ও সুষ্ঠু বাস্তবায়নের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা ও উদ্যোগ কামনা করছি।

আবদুল্লাহ্-আল-নোমান
পরিবেশ ও বন মন্ত্রী।

পরিবেশ নীতি ১৯৯২

১। প্রস্তাবনা ও প্রেক্ষিত ঃ

প্রকৃতি এবং পরিবেশের উপর প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের অস্তিত্ব ও উন্নতি নির্ভরশীল। সাম্প্রতিককালে প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্রমাবনতি সকল প্রকার প্রাণের অস্তিত্ব এবং মানব সভ্যতার উন্নয়নে একটি মারাত্মক সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে।

বাংলাদেশে পরিবেশের উপর বিভিন্ন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে সরকার পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। দেশে উপর্যুপরী বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দূর্যোগ, উত্তরাঞ্চলে মরুময়তার প্রাথমিক লক্ষণাদি, নদ-নদীতে লবণাক্ততার বিস্তার, ভূমিক্ষয়, বনাঞ্চলের দ্রুত হ্রাস, জলবায়ু ও আবহাওয়ার অস্থিরতাসহ অন্যান্য পরিবেশগত সমস্যা বিদ্যমান। এই প্রেক্ষিতে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যকলাপ সমন্বয় করার উদ্দেশ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ও পরিবেশ অধিদপ্তর গঠন এবং দেশের প্রধান প্রধান পরিবেশ দূষণ ও অবক্ষয় সংক্রান্ত সমস্যাগুলিকেও সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে।

পরিবেশ সংরক্ষণে বিভিন্ন আর্থসামাজিক সমস্যাদি যেমন জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, দারিদ্র, নিরক্ষরতা, অপ্রতুল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, গণসচেতনতার অভাব ইত্যাদি দুরুহ প্রতিবন্ধকতা হিসাবে দেখা দিয়াছে বিধায় পরিবেশ উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমের সঙ্গে এই গুলিকেও সামগ্রিক এবং সমন্বিতভাবে সমাধান করা প্রয়োজন। একটি সুনির্দিষ্ট জাতীয় নীতিমালার আওতায় প্রাসংগিক সমস্যাদির সমাধান ও এই বিষয়ে সরকারের অঙ্গীকারের যথাযথ বাস্তবায়ন সম্ভব।

পরিবেশের প্রশ্নে বাংলাদেশ সরকার মনে করে যে ঃ-

১.১ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে পরিবেশ দূষণ ও অবক্ষয়ের সহিত বাংলাদেশের প্রকৃতি, পরিবেশ ও সম্পদের ভিত্তি সরাসরিভাবে সম্পর্কিত বিধায় এই বিষয়ে সমন্বিত সতর্কতা ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক।

১.২ বাংলাদেশের অবস্থান, পরিবেশের অবক্ষয় ও ক্রমাবনতি এবং সম্পদ ব্যবহারে লাগসই প্রযুক্তি, টেকসই পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার অভাব একটি সমন্বিত ও অগ্রাধিকার ভিত্তিক পরিবেশ নীতি গ্রহণের বিষয়টিকে অপরিহার্য করিয়া তুলিয়াছে।

১.৩ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল প্রকার জাতীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারকল্পে সর্বস্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করা আবশ্যক। ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমেই ইহা নিশ্চিত করা যায়।

১.৪ দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত সমস্যাদির তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদী সমাধানকল্পে এই বিষয়টিকে দেশের সার্বিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনার অবিভাজ্য অংশ হিসাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

১.৫ দেশের স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে দেশ তথা বিশ্বব্যাপী পরিবেশ উন্নয়ন ও সম্পদের পরিবেশ সম্মত ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব ও আবশ্যক।

২। উদ্দেশ্য ঃ

পরিবেশ নীতির উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ

২.১ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য সংরক্ষণ ও সার্বিক উন্নয়ন।

২.২ দেশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হইতে রক্ষা।

২.৩ সকল প্রকার দূষণ ও অবক্ষয়মূলক কর্মকান্ড সনাক্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণ।

২.৪ সকল ক্ষেত্রে পরিবেশ সম্মত উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

২.৫ সকল জাতীয় সম্পদের টেকসই, দীর্ঘমেয়াদী ও পরিবেশ সম্মত ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান।

২.৬ পরিবেশ সংক্রান্ত সকল আন্তর্জাতিক উদ্যোগের সহিত যথাসম্ভব সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকা।

৩। নীতিমালা ঃ

পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যক্রম দেশের সকল অঞ্চল এবং উন্নয়ন সেক্টরে বিস্তৃত। তাই পরিবেশ নীতির সার্বিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনে এই নীতিমালা ১৫টি খাতে নিম্নে বর্ণিত হইল ঃ

৩.১ কৃষি ঃ

৩.১.১ কৃষি উন্নয়ন ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে গৃহীত সকল প্রচেষ্টা ও প্রযুক্তি পরিবেশ সম্মতকরণ।

৩.১.২ উন্নয়ন কর্মকান্ডে সকল কৃষি সম্পদের ভিত্তি সংরক্ষণ এবং উহাদের পরিবেশ সম্মত ও দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান।

৩.১.৩ কৃষি ক্ষেত্রে যে সকল রাসায়নিক ও কৃত্রিম উপকরণ ও উপাদান ভূমির উর্বরতা ও জৈবগুণ বিনষ্ট করাসহ মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলিয়া থাকে উহাদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং উক্ত উপকরণসমূহ ব্যবহারকালে কৃষি শ্রমিকের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান করা। সেই সাথে বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক সার ও কীট নাশকের ব্যবহার উৎসাহিত করণ।

৩.১.৪ কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সম্পদের টেকসই ব্যবহারের লক্ষ্যে এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে পরিবেশ সম্মত উন্নয়নে সহায়তা প্রদান।

৩.১.৫ পরিবেশসম্মত প্রাকৃতিক তন্তু যথা পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ।

৩.২ শিল্প ঃ

৩.২.১ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক পরিবেশ দূষণের ব্যাপারে পর্যায়ক্রমে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩.২.২ সরকারী ও বেসরকারী সকল ক্ষেত্রে নূতন শিল্প স্থাপনের পূর্বে পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া নিরূপনের (ইআইএ)ব্যবস্থা করণ।

৩.২.৩ পরিবেশ দূষণ করে এমন পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প স্থাপন নিষিদ্ধকরণ, স্থাপিত শিল্পসমূহ পর্যায়ক্রমে বন্ধকরণ এবং এই সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের পরিবেশসম্মত বিকল্প পণ্য উদ্ভাবন/প্রচলনের মাধ্যমে ঐ সকল পণ্যের ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণ।

৩.২.৪ শিল্প ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং এতদ্‌সংক্রান্ত গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম উৎসাহিতকরণ এবং অনুরূপ কার্যক্রমকে শ্রমের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার ও ন্যায়সংগত মূল্য প্রদানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণকরণ।

৩.২.৫ শিল্পে কাঁচামালের অপচয়রোধ ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

৩.৩ স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিধান ঃ

৩.৩.১ দেশের সকল ক্ষেত্রে ও সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডে জনস্বাস্থ্যের প্রতি ক্ষতিকারক কর্মকান্ড প্রতিরোধকরণ।

৩.৩.২ দেশের স্বাস্থ্যনীতিতে পরিবেশ সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা সম্পৃক্তকরণ।

৩.৩.৩ স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবেশ বিষয়ক কারিকুলাম অন্তর্ভূক্তকরণ।

৩.৩.৪ শহর ও পল্লী এলাকায় স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ গড়িয়া তোলা।

৩.৩.৫ শ্রমিকদের কর্মস্থল স্বাস্থ্য সম্মত রাখার ব্যবস্থাকরণ।

৩.৪ জ্বালানী ঃ

৩.৪.১ যে সকল জ্বালানী পরিবেশ দূষণ করে সেইগুলির ব্যবহার হ্রাস ও নিরুৎসাহিতকরণ এবং পরিবেশ সম্মত কম ক্ষতিকারক জ্বালানী ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ।

৩.৪.২ জ্বালানী হিসাবে কাঠ, কৃষি বর্জ্য ইত্যাদির ব্যবহার হ্রাস ও বিকল্প জ্বালানী ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ।

৩.৪.৩ আণবিক শক্তির ব্যবহারে বিরূপ পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে যথাযথ সতর্কতা গ্রহণ এবং সকল প্রকার আণবিক দূষণ ও তেজস্ক্রিয় বিকিরণ রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩.৪.৪ জ্বালানী সাশ্রয়ের জন্য উন্নত ধরনের প্রযুক্তি উদ্ভাবন, ব্যবহার ও উহার দ্রুত সম্প্রসারণ।

৩.৪.৫ দেশের মওজুদ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী সংরক্ষণ।

৩.৪.৬ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ আহরণ সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে পরিবেশগত প্রভাব নিরুপণের ব্যবস্থা করণ।

৩.৫ পানি উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ ঃ

৩.৫.১ দেশের সকল পানি সম্পদের পরিবেশসম্মত ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

৩.৫.২ পানি সম্পদ উন্নয়নকল্পে গৃহীত ব্যবস্থাদি ও সেচ নেটওয়ার্ক যাহাতে পরিবেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে তাহা নিশ্চিতকরণ।

৩.৫.৩ বন্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বাঁধ নির্মাণ, নদী ও খাল খনন প্রভৃতি গৃহীত ব্যবস্থাদি যাহাতে স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে পরিবেশসম্মত হয় তাহার নিশ্চয়তা বিধান।

৩.৫.৪ পানি সম্পদ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে গৃহীত ব্যবস্থাদির পরিবেশগত বিরূপ প্রতিক্রিয়া দূরীকরণ।

৩.৫.৫ দেশের হাওর, বাওর, বিল, ঝিল, নদী প্রভৃতি সকল জলাশয় ও পানি সম্পদকে দূষণমুক্ত রাখা।

৩.৫.৬ ভূগর্ভস্থ ও ভূউপরিস্থ পানির ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞানভিত্তিক টেকসই, দীর্ঘমেয়াদী ও পরিবেশ সম্মতকরণ।

৩.৫.৭ সকল পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণের আগে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের ব্যবস্থাকরণ।

৩.৬ ভূমি ঃ

৩.৬.১ ভারসাম্যমূলক পরিবেশসম্মত জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন।

৩.৬.২ ভূমিক্ষয় রোধ, উর্বরতা সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি, ভূমি পুনরুদ্ধার ও নতুন জাগিয়া উঠা ভূমি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ।

৩.৬.৩ দেশের বিভিন্ন ইকো-সিস্টেমের (Eco-system) সহিত সংগতিপূর্ণ ভূমি ব্যবহার পদ্ধতি প্রবর্তনে উৎসাহ প্রদান।

৩.৬.৪ জমির লবণাক্ততা ও ক্ষারতার প্রভাব রোধকরণ।

৩.৭ বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র ঃ

৩.৭.১ দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশগত ভারসাম্য ও আর্থ-সামাজিক প্রয়োজন ও বাস্তবতার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় বন ও বৃক্ষাদি সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন।

৩.৭.২ সকল সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কর্মকান্ডে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী অন্তর্ভূক্তকরণ।

৩.৭.৩ বন ভূমি ও বনজ সম্পদের সংকোচন ও ক্ষয়রোধ বন্ধকরণ।

৩.৭.৪ বনজ সম্পদের বিকল্প উদ্ভাবন ও উহার ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান।

৩.৭.৫ দেশের বন্য প্রাণী ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণ, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণা জোরদারকরণ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিনিময়ে সহায়তা প্রদান।

৩.৭.৬ দেশের জলাভূমি ও অতিথি পাখির সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

৩.৮ মৎস্য ও পশুসম্পদ ঃ

৩.৮.১ মৎস্য ও পশুসম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ।

৩.৮.২ মৎস্য সম্পদের উৎস হিসাবে চিহ্নিত জলাভূমিগুলির সংকোচন প্রতিরোধ এবং সংস্কারমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণে উৎসাহ প্রদান।

৩.৮.৩ মৎস্য ও পশুসম্পদ উন্নয়নমূলক পদক্ষেপসমূহ যাহাতে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ও অন্যান্য ইকো-সিষ্টেমের প্রতি কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে তাহা নিশ্চিতকরণ।

৩.৮.৪ মৎস্য সম্পদের ক্ষতিকারক পানি উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পের পুনঃমূল্যায়ন এবং পরিবেশ উন্নয়ন পূর্বক মাছ চাষের বিকল্প ব্যবস্থাকরণ।

৩.৯ খাদ্য ঃ

৩.৯.১ খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বন্টন পদ্ধতি স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্মতভাবে নিস্পন্ন হওয়া নিশ্চিতকরণ।

৩.৯.২ বিনষ্ট খাদ্যদ্রব্য পরিবেশ সম্মতভাবে নিস্পত্তিকরণ।

৩.৯.৩ জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে এইরূপ খাদ্যদ্রব্য আমদানী নিষিদ্ধকরণ।

৩.১০ উপকূলীয় ও সামুদ্রিক পরিবেশ ঃ

৩.১০.১ দেশের উপকূলীয় ও সামুদ্রিক ইকো-সিষ্টেম (Eco-system) এবং সম্পদের পরিবেশ সম্মত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

৩.১০.২ উপকূলীয় ও সামুদ্রিক এলাকায় সকল প্রকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক দূষণমূলক কর্মকান্ড প্রতিরোধকরণ।

৩.১০.৩ উপকূলীয় ও সামুদ্রিক পরিবেশ ও সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে প্রয়োজনীয় গবেষণা জোরদারকরণ।

৩.১০.৪ উপকুল ও সামুদ্রিক অঞ্চলে ধৃত মাছের পরিমাণ সর্বোচ্চ সহনশীল সীমায় রাখা।

৩.১১ যোগাযোগ ও পরিবহন ঃ

৩.১১.১ স্থলপথ, রেল, বিমান ও অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ ব্যবস্থা যাহাতে কোনরূপ পরিবেশ দূষণ বা সম্পদের অবক্ষয়মূলক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে তাহা নিশ্চিতকরণ এবং এই ধরণের প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩.১১.২ সড়ক, রেল, বিমান ও নৌ-পথে চলাচলকারী যানবাহন এবং জনগণ যাহাতে পরিবেশ দূষণমূলক কর্মকান্ডে লিপ্ত না হয় তাহা নিশ্চিতকরণ এবং

অনুরূপ যানবাহন পরিচালনায় নিয়োজিত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩.১১.৩ অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দর ও ডকইয়ার্ডসমূহ কর্তৃক পানি ও স্থানীয় পরিবেশ দূষণমূলক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ।

৩.১২ গৃহ ও নগরায়ন ঃ

৩.১২.১ গৃহায়ন ও নগরায়ন সংক্রান্ত সকল পরিকল্পনা এবং গবেষণায় পরিবেশগত চিন্তা সম্পৃক্তকরণ।

৩.১২.২ শহর ও গ্রামাঞ্চলে বর্তমান আবাসিক এলাকসমূহে পর্যায়ক্রমে পরিবেশ সম্মত সুযোগ-সুবিধাদি সম্প্রসারণ।

৩.১২.৩ স্থানীয় ও সার্বিক পরিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী গৃহায়ন ও নগরায়ন নিয়ন্ত্রণ।

৩.১২.৪ নগরীর সৌন্দর্য বর্ধনে জলাশয়ের ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ।

৩.১৩ জনসংখ্যা ঃ

৩.১৩.১ জনশক্তির সমন্বিত, সুপরিকল্পিত ও পরিবেশ সম্মত ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

৩.১৩.২ সরকারের জনসংখ্যা নীতি ও কার্যকলাপে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন-মূলক চিন্তা সম্পৃক্তকরণ।

৩.১৩.৩ উন্নয়নমূলক কাজে মহিলাদের ভূমিকা নিশ্চিতকরণ।

৩.১৩.৪ উন্নয়নমূলক কাজে বেকার জনশক্তির ব্যবহার উৎসাহিতকরণ।

৩.১৪ শিক্ষা ও গণ-সচেতনতা ঃ

৩.১৪.১ শিক্ষার প্রসার ও দেশের সার্বিক উন্নয়নে জনগণকে অধিকতর সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং শিক্ষিতের হার দ্রুত বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩.১৪.২ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, সকল জাতীয় সম্পদের টেকসই, দীর্ঘমেয়াদী এবং পরিবেশ সম্মত ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক গণ-সচেতনতা সৃষ্টিকরণ।

৩.১৪.৩ প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থা ও মাধ্যমে পরিবেশ সংক্রান্ত জ্ঞান ও তথ্যের ব্যাপক অন্তর্ভূক্তি ও প্রসার নিশ্চিতকরণ।

৩.১৪.৪ প্রাসংগিক সকল কাজে জনগণকে স্বতঃস্ফূর্ত ও সরাসরি অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ।

৩.১৪.৫ সরকারী বেসরকারী কর্মকর্তা, কর্মচারীদের এবং শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে পরিবেশ বিষয়াদি অন্তর্ভূক্তকরণ।

৩.১৫ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও গবেষণা ঃ

৩.১৫.১ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতির আওতায় পরিবেশ দূষণ তদারক ও নিয়ন্ত্রনমূলক ব্যবস্থা অন্তর্ভূক্তকরণ।

৩.১৫.২ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সকল জাতীয় সম্পদের দীর্ঘমেয়াদী, টেকসই ও পরিবেশসম্মত ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় গবেষণা পরিচালনা এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবন উৎসাহিতকরণ।

৩.১৫.৩ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি (১৯৮৬) এর আওতায় গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার হিসাবে চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহে পরিবেশগত বিবেচনা একটি অপরিহার্য অংগ হিসাবে সংযোজন।

৩.১৫.৪ সকল গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে তাহাদের গবেষণা ক্ষেত্রসমূহের পরিবেশগত দিক বিবেচনার ব্যবস্থা রাখা।

৪। আইনগত কাঠামো ঃ

৪.১ পরিবেশ ও সম্পদ সংরক্ষণ এবং দূষণ ও অবক্ষয় নিয়ন্ত্রণের সহিত সম্পর্কিত সকল বর্তমান আইন সময়োপযোগী করিয়া সংশোধন।

৪.২ পরিবেশ দূষণ ও অবক্ষয়মূলক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে নূতন আইন প্রণয়ন।

৪.৩ প্রাসংগিক সকল আইনের বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ এবং এতদসম্পর্কে ব্যাপক গণ-সচেতনতা সৃষ্টিকরণ।

৪.৪ পরিবেশ সংক্রান্ত যে সকল আন্তর্জাতিক আইন/কনভেনশন/প্রটোকল বাংলাদেশ কর্তৃক অনুমোদনযোগ্য তাহা অনুমোদনকরণ এবং ঐ সকল আইন/কনভেনশন/প্রটোকলের বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রচলিত আইনের সংশোধন/পরিবর্তন সাধন।

৫। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ঃ

৫.১ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এই নীতি বাস্তবায়নের কাজ সমন্বয় করিবে।

৫.২ এই নীতি বাস্তবায়নের কাজে সার্বিক দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য সরকার প্রধানের সভাপতিত্বে একটি জাতীয় পরিবেশ কমিটি গঠন।

৫.৩ ভবিষ্যতে দেশের পরিবেশগত অবস্থা এবং আর্থ-সামাজিক ও অন্যান্য প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে এই নীতি যথাযথভাবে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ।

৫.৪ পরিবেশ অধিদপ্তর সকল ই আই এ এর চূড়ান্ত পর্যালোচনা ও অনুমোদন প্রদান করিবে।

পরিবেশ সংক্রান্ত বাস্তবায়ন কার্য্যক্রম

জাতীয় পরিবেশ নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন এবং বিভিন্ন গৃহীত নীতিমালা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে একটি সুনির্দিষ্ট কার্য-পরিকল্পনা থাকা অপরিহার্য্য। নিম্নে এতদসংক্রান্ত কার্য-পরিকল্পনা খাতওয়ারীভাবে সুপারিশ করা হইল ঃ

	খাত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১।	**কৃষি ঃ**	
১.১	কৃষিক্ষেত্রে ভূমির জৈবগুণ বৃদ্ধি উর্বরতা সংরক্ষণ ও টেকসই কৃষি পদ্ধতি সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে একটি মাঠভিত্তিক জাতীয় পর্যায়ের সমীক্ষা পরিচালনা করিতে হইবে এবং উহার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। কৃষি মন্ত্রণালয় খ। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল গ। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ঘ। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট ঙ। পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউট চ। দেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট। ছ। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনষ্টিটিউট জ। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন।
১.২	রাসায়নিক বালাই ও কীট নাশকের (Chemical Insecticide and Pesticide) হইবে। যে ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিতে সকল বালাইনাশক রাসায়নিক দ্রব্যের বিষাক্ততা পরিবেশে দীর্ঘকাল বিরাজমান থাকে এবং ক্রমাগত পুঞ্জীভূত হয় (যেমন-ডিডিটি, ক্লোরিনেটেড হাইড্রোকার্বন সমৃদ্ধ যৌগ) তাহাদের উৎপাদন, আমদানী ও ব্যবহার বাস্তব অবস্থা বিবেচনাপূর্বক ক্রমান্বয়ে নিয়ন্ত্রণ করিয়া যত দ্রুত সম্ভব নিষিদ্ধ ঘোষণা করিবার পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। পক্ষান্তরে দ্রুত বিভাজনের ফলে কার্যকারিতা অচিরেই বিনষ্ট হয় এই ধরনের রাসায়নিক দ্রব্যাদি নিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যবহার করা যাইবে। প্রাকৃতিক বালাইনাশক ব্যবহারের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে এবং সমন্বিত কীটনাশক ব্যবস্থাপনা চালু করিতে হইবে।	ক। কৃষি মন্ত্রণালয় খ। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গ। শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ঘ। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

	খাত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.৩	রাসায়নিক সার ব্যবহার যথাযথ ও নিয়ন্ত্রিতভাবে করিতে হইবে এবং জৈব সার ব্যবহারের উপর ক্রমবর্ধমান হারে গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে।	ক। কৃষি মন্ত্রণালয় খ। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
১.৪	বিদেশ হইতে যে কোন প্রকার বীজ, চারা ও গাছপালা আমদানীর ক্ষেত্রে যথার্থ কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্ভাব্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।	ক। কৃষি মন্ত্রণালয় খ। বন অধিদপ্তর গ। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ঘ। মুখ্য আমদানী রপ্তানী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর ঙ। প্লান্ট প্রটেকশন উইং চ। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ছ। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন
১.৫	কীট-পতংগ নাশের জন্য বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা যেমন ব্যাঙ, মাছ, গুইসাপ, সাপ, কচ্ছপ, বন্যপ্রাণী ইত্যাদির সংরক্ষণ, নিরাপত্তা ও প্রাকৃতিক পরিবেশে বংশ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় খ। বন অধিদপ্তর গ। মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় ঘ। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ঙ। জেলা প্রশাসকগণ চ। মূখ্য আমদানী রপ্তানী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর
১.৬	এলাকা ভিত্তিক পরিবেশ উপযোগী এবং বর্ধিত জনসংখ্যা ও জাতীয় অর্থনীতির চাহিদা অনুযায়ী কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং অত্যধিক চাপের সম্মুখীন কৃষি শষ্য ও কৃষি পণ্যের বিকল্প চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। কৃষি মন্ত্রণালয় খ। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
১.৭	কৃত্রিম (সিনথেটিক) আঁশের ব্যবহার হ্রাসের মাধ্যমে প্রাকৃতিক তন্তু যথা পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার বৃদ্ধি করিতে হইবে ।	ক। পাট মন্ত্রণালয় খ। শিল্প মন্ত্রণালয় গ। সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়
২।	**শিল্প ঃ**	
২.১	পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক চিহ্নিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে যথাশীঘ্র সম্ভব পরিবেশ	ক। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় খ। শিল্প মন্ত্রণালয় গ। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

	খাত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	দূষণ নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ঘ। বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থা ঙ। বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল সংস্থা চ। বাংলাদেশ বন শিল্প সংস্থা ছ। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা জ। পাট মন্ত্রণালয় ঝ। বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন ঞ। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন ট। বিনিয়োগ বোর্ড ঠ। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ড। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ঢ। বস্ত্র মন্ত্রণালয় ণ। বস্ত্র পরিদপ্তর ত। স্থানীয় সরকার বিভাগ
২.২	প্রতিষ্ঠিত সকল দূষণ সম্ভাবনাময় শিল্পে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা অর্ন্তভূক্ত করিতে হইবে।	ক। শিল্প মন্ত্রণালয় খ। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় গ। পরিবেশ অধিদপ্তর ঘ। বস্ত্র মন্ত্রণালয় ঙ। পাট মন্ত্রণালয়
২.৩	সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতে সকল নূতন শিল্পের ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া নিরূপন (ই.আই.এ) এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অন্তর্ভূক্ত করিতে হইবে।	ক। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় খ। পরিকল্পনা কমিশন গ। শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ঘ। পরিবেশ অধিদপ্তর ঙ। বিনিয়োগ বোর্ড চ। বস্ত্র মন্ত্রণালয় ছ। বস্ত্র পরিদপ্তর
২.৪	আবাসিক এলাকার মধ্যে অবস্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্রমান্বয়ে উপযুক্ত স্থানে স্থানান্তরের প্রচেষ্টা নেওয়া হইবে এবং পরিকল্পিতভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের লক্ষ্যে স্থান চিহ্নিত করিতে হইবে।	ক। শিল্প মন্ত্রণালয় খ। ভূমি মন্ত্রণালয় গ। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ঘ। পূর্ত মন্ত্রণালয় ঙ। শহর উন্নয়ন সংস্থাসমূহ চ। জেলা প্রশাসকগন ছ। পৌর প্রতিষ্ঠানসমূহ

	খাত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		জ। উপজিলা প্রশাসনসমূহ ঝ। বস্ত্র মন্ত্রণালয় ঞ। বস্ত্র পরিদপ্তর
২.৫	পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক এবং জৈব-ক্ষয়িষ্ণু নয় এইরূপ পণ্য উৎপাদনকারী নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন অনুমোদন পর্যায়ক্রমে নিষিদ্ধ করিতে হইবে।	ক। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় খ। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গ। শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ঘ। বিনিয়োগ বোর্ড
২.৬	যে কোন প্রকার ক্ষতিকারক ও বিষাক্ত বর্জ্যকে কাঁচামাল হিসাবে আমদানী বা ব্যবহার করিয়া কোন প্রকার শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ নিষিদ্ধ করিতে হইবে।	ক। শিল্প ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় খ। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গ। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ঘ। মূখ্য আমদানী রপ্তানী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর ঙ। বিনিয়োগ বোর্ড চ। বস্ত্র মন্ত্রণালয় ছ। বস্ত্র পরিদপ্তর
২.৭	শিল্প ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষতিকারক ভারী ধাতু (Heavy Metal) যথা মারকারি, ক্রোমিয়াম, লেড ইত্যাদি ব্যবহার নিরুৎসাহিত করিবার মাধ্যমে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিষিদ্ধ করিবার ব্যবস্থা গ্রহন করিতে হইবে।	ক। শিল্প মন্ত্রণালয় খ। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গ। বিনিয়োগ বোর্ড ঘ। পরিবেশ অধিদপ্তর
২.৮	দূষণকারী শিল্প কারখানায় দূষণ পরিবীক্ষণ করিবার নিজ নিজ ব্যবস্থা থাকার বিষয় অন্তর্ভূক্ত করিতে হইবে।	ক। শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় খ। পরিবেশ অধিদপ্তর গ। বিনিয়োগ বোর্ড ঘ। রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ ঙ। বস্ত্র মন্ত্রণালয় চ। বস্ত্র পরিদপ্তর
২.৯	শিল্পে "ওয়েষ্ট পারমিট/কনসেন্ট অর্ডার" পদ্ধতি চালু করিতে হইবে যাহাতে বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণ ব্যবস্থার উন্নতি হয়।	ক। শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় খ। পরিবেশ অধিদপ্তর গ। বিনিয়োগ বোর্ড ঘ। বস্ত্র মন্ত্রণালয় ঙ। বস্ত্র পরিদপ্তর

	খাত		বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
২.১০	শিল্পক্ষেত্রে বিভিন্ন পদার্থের পুনঃ ব্যবহারের মাধ্যমে বর্জ্য হ্রাসের বিষয়টি উৎসাহিত করিতে হইবে।	ক।	শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়
		খ।	বিনিয়োগ বোর্ড
		গ।	পরিবেশ অধিদপ্তর
		ঘ।	বস্ত্র মন্ত্রণালয়
		ঙ।	বস্ত্র পরিদপ্তর
২.১১	শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক।	নিপসম
		খ।	প্রধান কারখানা পরিদর্শকের দপ্তর
		গ।	পরিবেশ অধিদপ্তর
		ঘ।	শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়
		ঙ।	শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়
		চ।	বস্ত্র মন্ত্রণালয়
		ছ।	বস্ত্র পরিদপ্তর
৩।	**স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিধান ঃ**		
৩.১	পল্লী ও শহর এলাকায় বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং কাঁচা ও ঝুলন্ত পায়খানার পরিবর্তে স্বল্প খরচের স্যানিটারী পদ্ধতির পায়খানা চালু করিতে হইবে।	ক।	স্থানীয় সরকার বিভাগ
		খ।	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
		গ।	পৌর প্রশাসনসমূহ
৩.২	দেশের নদী-নালা, খাল-বিলসহ যে কোন জলাশয়ে শিল্প পৌর, কৃষি ও অন্য প্রকার দূষিত/ক্ষতিকারক বর্জ্য নিক্ষেপের বিষয়টিকে যথাযথ আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের মাধ্যমে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে।	ক।	পরিবেশ অধিদপ্তর
		খ।	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ
৩.৩	শহরাঞ্চলে খোলাগাড়ীতে ও দিবাভাগে ডাষ্টবিন বা আবর্জনা স্তূপ হইতে বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন ও স্তূপীকরণ নিষিদ্ধ করিতে হইবে।	ক।	স্থানীয় সরকার বিভাগ
		খ।	পৌর কর্তৃপক্ষসমূহ
৩.৪	এক্স-রে সহ সকল তেজস্ক্রিয় পদার্থ, পারমাণবিক পদার্থ, তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থ, তেজস্ক্রিয় যন্ত্রপাতি, পারমাণবিক গবেষণা ও শক্তি চুল্লী প্রভৃতির ব্যবহার ও কার্যক্রমের ব্যবহারজনিত ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া হইতে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষাকল্পে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।	ক।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
		খ।	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ
		গ।	পরমাণু শক্তি কমিশন
		ঘ।	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
		ঙ।	শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়
		চ।	বস্ত্র পরিদপ্তর

	খাত		বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.৫	স্বাস্থ্য শিক্ষা পাঠক্রমে পরিবেশ বিষয় অন্তর্ভূক্ত করিতে হইবে।	ক। খ।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো
৪।	**জ্বালানী**		
৪.১	জ্বালানী সংরক্ষণ ও পরিবেশ সংরক্ষণের অন্যতম উদ্দেশ্যে উন্নতমানের চুলা প্রবর্তন ও সম্প্রসারণের জন্য ব্যাপক ভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করিতে হইবে।	ক। খ। গ। ঘ। ঙ। চ। ছ।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ পরিবেশ অধিদপ্তর বি সি এস আই আর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ বন অধিদপ্তর বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
৪.২	গ্রামাঞ্চলে কয়লা, কেরোসিন, পেট্রোল প্রভৃতি জ্বালানীর ব্যবহার সম্প্রসারণ করিতে হইবে যাহাতে জ্বালানী কাঠ, কৃষি বর্জ্য, গোবর ইত্যাদি জ্বালানী সাশ্রয়পূর্বক কৃষিক্ষেত্রে জৈব সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়।	ক। খ। গ। ঘ। ঙ।	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ বন অধিদপ্তর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
৪.৩	গ্রামাঞ্চলে বায়ো-গ্যাস, সৌরশক্তি, মিনি হাইড্রোইলেকট্রিক ইউনিট ও বায়ুকল স্থাপনের মাধ্যমে গ্রামীণ জ্বালানী সরবরাহ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে।	ক। খ। গ। ঘ।	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় বি সি এস আই আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ পরিবেশ অধিদপ্তর
৪.৪	ডিজেলে সালফারের পরিমাণ এবং পেট্রোলে সীসার পরিমাণ হ্রাস করাসহ বিভিন্ন প্রকার জ্বালানীতে দূষণ সৃষ্টকারী উপাদান হ্রাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। খ। গ।	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় বি ও জি এম সি বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন
৪.৫	প্রচলিত জ্বালানীর বিকল্প উৎস আবিস্কারের জন্য গবেষণা জোরদার করিতে হইবে।	ক। খ।	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ বি সি এস আই আর
৪.৬	যে কোন প্রকার প্রাথমিক ও বাণিজ্যিক জ্বালানীর ব্যবহার ও রূপান্তর যাহাতে পরিবেশের ভারসাম্যের উপর কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে তৎপ্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।	ক। খ।	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

	খাত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৪.৭	জ্বালানীর উৎস বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন, তৈল, গ্যাস, কয়লা, পিট ইত্যাদি আহরণ ও বিতরণ যাহাতে বায়ু, পানি, ভূমি, হাইড্রোলজিক্যাল ব্যালেন্স এবং ইকোসিস্টেমের উপর কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে সে উদ্দেশ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। খ। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
৪.৮	বাংলাদেশে পরিবেশসম্মত পেট্রোলিয়াম (সীসামুক্ত) ব্যবহারের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করিতে হইবে।	ক। বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় খ। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন
৪.৯	যানবাহনের কালো ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। সেই সাথে সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান যথাযথভাবে প্রয়োগের জন্য নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করিতে হইবে।	ক। মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ খ। সড়ক ও সড়ক পরিবহন বিভাগ গ। বি, আর, টি, এ ঘ। পরিবেশ অধিদপ্তর ঙ। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৫। পানি উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ ঃ

৫.১	পানি সম্পদ উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পগুলির পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া নিরূপণের জন্য জরুরী ভিত্তিতে পরিবেশগত সমীক্ষা (Environmental audit) পরিচালনা করিতে হইবে এবং ঐ সমীক্ষার ভিত্তিতে পরিবেশগত বিরূপ প্রতিক্রিয়া চিহ্নিত করিয়া তদনুযায়ী প্রকল্প সংশোধন ও পরিবেশগত অবনতি রোধ ও দূষণ বিমোচনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় খ। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড গ। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ঘ। এফ পি সি ও
৫.২	সকল প্রস্তাবিত ও নতুন প্রকল্পের পরিকল্পনায় পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া (ই আই এ) নিরূপণের ব্যবস্থা অন্তভূর্ক্তকরণ এবং এতদসংক্রান্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়া	ক। পরিকল্পনা কমিশন খ। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় গ। সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়

	খাত		বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ও বিনিয়োগ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।	ঘ।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
৫.৩	দেশের নদ-নদী, খাল-বিল ও অন্য যে কোন জলাশয়ে, গৃহ ও শিল্পজাত বা অন্য কোন প্রকার দূষিত বর্জ্য যাহাতে পরিশোধনের পূর্বে ফেলা না হয় তাহা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে।	ক। খ। গ। ঘ। ঙ। চ। ছ।	শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় পরিবেশ অধিদপ্তর বিনিয়োগ বোর্ড রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ বস্ত্র পরিদপ্তর বাংলাদেশ রেশম বোর্ড
৫.৪	নদ-নদী, খাল-বিল ও অন্যান্য সকল প্রকার জলাশয় খননের মাধ্যমে উহাদের নাব্যতা সৃষ্টি ও ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। খ।	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়।
৫.৫	জাতীয় উদ্যোগের সহিত আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্পৃক্ত করিবার মাধ্যমে দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণের, মরু প্রবণতা ও লবণাক্ততা বৃদ্ধি রোধের স্থায়ী ব্যবস্থা জোরদার করিতে হইবে।	ক। খ। গ। ঘ। ঙ।	সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর
৫.৬	বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড যেমন সেচ প্রকল্প, রাস্তাঘাট, বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণের ফলে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা যাহাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয় এবং প্রাকৃতিক জলাশয়গুলির গতি ও স্রোত যাহাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয় ইত্যাদিসহ অন্যান্য পরিবেশগত দিকের প্রতি দৃষ্টিদানপূর্বক বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। খ। গ।	স্থানীয় সরকার বিভাগ যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়
৫.৭	দেশের যে সকল অঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ পানিস্তর গ্রহণযোগ্য সীমার নীচে নামিয়া গিয়াছে সেই সকল এলাকার পানিস্তর যথাযথ পর্যায়ে উন্নীত করিবার জন্য বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করিতে হইবে এবং বর্তমানে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানিস্তর যাহাতে আরও নীচে নামিয়া না যায় তাহা রোধ করিতে হইবে।	ক। খ। গ।	সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার বিভাগ এফ পি সি ও

	খাত		বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৫.৮	পানিকে দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ হিসাবে চিহ্নিত করিতে হইবে এবং পানি সম্পদের উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদেরকে জাতীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংস্থা হিসাবে বিবেচনা করিবে।	ক। খ। গ। ঘ।	সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় এফ পি সি ও এম পি ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
৫.৯	পানি উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তী যথাযথ অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স নিশ্চিত করিতে হইবে এবং পরিবেশের উপর এই সকল প্রকল্পের প্রভাব নিয়মিত মনিটর করিতে হইবে।	ক। খ। গ। ঘ।	সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় পানি উন্নয়ন বোর্ড এফ পি সি ও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা
৫.১০	পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সহিত জড়িত সকল সংস্থার পরিবেশ কোষ গঠন করিতে হইবে।	ক। খ। গ। ঘ। ঙ।	সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় পানি উন্নয়ন বোর্ড এফ পি সি ও এম পি ও বি এ ডি সি
৫.১১	নদ-নদীর গতি পরিবর্তন, জলাভূমি ও জলাশয়ের অবস্থান ও আয়তন ইত্যাদি সম্পর্কে নিয়মিত জরীপ, মনিটরিং ও গবেষণা কাজ পরিচালনা করিতে হইবে।	ক। খ। গ। ঘ। ঙ।	সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সার্ভে অব বাংলাদেশ স্পারসো

৬। ভূমি ঃ

৬.১	ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা এবং ভূমির উপযোগিতা শ্রেণী বিন্যাস (Land capability and land suitability classification) এর ভিত্তিতে ভূমির যথাযথ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার নিরিখে কৃষি কার্য, বনায়ন, শিল্পায়ন, নগরায়ন, গৃহায়নমূলক সুবিধা ইত্যাদিতে ব্যবহার সংক্রান্ত তুলনামূলক ও অগ্রাধিকার ভিত্তিক	ক। খ। গ। ঘ। ঙ। চ। ছ। জ।	ভূমি মন্ত্রণালয় কৃষি মন্ত্রণালয় শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার বিভাগ পূর্ত মন্ত্রণালয় বন অধিদপ্তর বস্ত্র পরিদপ্তর বাংলাদেশ রেশম বোর্ড

	খাত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	একটি পরিবেশ সম্মত জাতীয় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে হইবে।	
৬.২	দেশের উত্তরাঞ্চলে মরুময়তার বিস্তার রোধে বিশেষ ও সমন্বিত ভূমি সংরক্ষণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করিতে হইবে।	ক। কৃষি মন্ত্রণালয় খ। বি এ ডি সি গ। ভূমি মন্ত্রণালয় ঘ। বন অধিদপ্তর
৬.৩	ভূমি ক্ষয়রোধ, উর্বরতা সংরক্ষণ, ভূমি পুনরুদ্ধার, উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ইত্যাদির উদ্দেশ্যে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। ভূমি মন্ত্রণালয় খ। কৃষি মন্ত্রণালয় গ। সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় ঘ। বন অধিদপ্তর
৬.৪	পাহাড়ী অঞ্চলে মাটি কাটিয়া সমান করা, মাটি খোদাই ও অপসারন করিয়া কোন এলাকার ভূমির প্রাকৃতিক অবস্থা (Landscape) বিনষ্ট করা, পাহাড় হইতে যথেচ্ছভাবে মাটি ও পাথর আহরণ করিয়া প্রাকৃতিক ভারসাম্য হীনতা সৃষ্টির কার্যক্রম বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। ওয়াটার শেড ব্যবস্থাপনাকে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে।	ক। স্থানীয় সরকার বিভাগ খ। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় গ। সেচ,পানি উন্নয়ন ও বন্যানিয়ন্ত্রন মন্ত্রণালয় ঘ। ভূমি মন্ত্রণালয়
৬.৫	পরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে যথাযথ ভূমি ব্যবহার আইন প্রণয়ণ ও কার্যকরভাবে উহার সুষ্ঠু প্রয়োগ করিতে হইবে।	ক। ভূমি মন্ত্রণালয় খ। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় গ। কৃষি মন্ত্রণালয় ঘ। শিল্প মন্ত্রণালয় ঙ। স্থানীয় সরকার বিভাগ চ। পূর্ত মন্ত্রণালয়
৬.৬	যাহাদের নিকট হইতে ভূমি অধিগ্রহণ করা হয় অথবা যাহারা ভূমি ক্ষয় ও অবনয়নে ক্ষতিগ্রস্থ হয় তাহাদের জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।	ক। ভূমি মন্ত্রণালয় খ। জেলা প্রশাসন গ। সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা
৬.৭	দেশের উত্তরাঞ্চলে মরুময়তার বিস্তার, ভূমি পুনঃরুদ্ধার, ভূমি ক্ষয়রোধ, ভূমির বহুবিধ ব্যবহার, উপকূল অঞ্চলের ভূমি	ক। সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় খ। কৃষি মন্ত্রণালয়

খাত		বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, ওয়াটার শেড এলাকার অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে নিয়মিত মনিটরিং/ জরীপ ও গবেষণা কাজের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।	গ।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
	ঘ।	ভূমি মন্ত্রণালয়
	ঙ।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
	চ।	সার্ভে অব বাংলাদেশ
	ছ।	স্পারসো

৭। বন, বন্যপ্রাণী ও জৈব বৈচিত্র ঃ

৭.১	বর্তমান বনসম্পদ সংরক্ষণ, বননিধন প্রতিরোধ ও ব্যাপকভাবে নতুন বনায়ন করিতে হইবে।	ক।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
		খ।	বন অধিদপ্তর
৭.২	সরকারী বনভূমি হিসাবে চিহ্নিত এলাকা বৃক্ষাচ্ছাদিত করার কাজ ত্বরান্বিত করিতে হইবে।	ক।	বন অধিদপ্তর
৭.৩	সামাজিক ও পল্লী বনায়ন কর্মসূচীর ব্যাপক বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকার বৃক্ষ ও বনজ সম্পদ বৃদ্ধির বিষয়টিকে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে।	ক।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
		খ।	বন অধিদপ্তর
		গ।	স্থানীয় সরকার বিভাগ
		ঘ।	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ
৭.৪	ভূমির বহুবিধ ব্যবহার, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশ উন্নয়নে সহায়ক হিসাবে কৃষি-বন (Agro-Forestry) পদ্ধতিকে উৎসাহিত করিতে হইবে।	ক।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
		খ।	কৃষি মন্ত্রণালয়
		গ।	বন অধিদপ্তর
৭.৫	দেশে বনজ সম্পদ ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিকল্প কাঁচামালের উৎস সন্ধানসহ প্রয়োজনীয় কাঁচামাল উৎপাদনের বিষয়ে নিজস্ব প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে।	ক।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
		খ।	বাংলাদেশ বন শিল্প সংস্থা
		গ।	বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
		ঘ।	বি সি এস আই আর
৭.৬	সকল বিভাগীয় উন্নয়ন প্রকল্পে বনায়ন কর্মসূচী অন্তর্ভূক্তকরণের বিষয়ে সরকারী সিদ্ধান্তের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিতে হইবে।	ক।	পরিকল্পনা কমিশন
		খ।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
		গ।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৭.৭	উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ের সকল বনায়ন কর্মসূচীতে মহিলাদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক।	স্থানীয় সরকার বিভাগ
		খ।	বন অধিদপ্তর

	খাত		বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৭.৮	বন্যপ্রাণী, জলাভূমি, পশুপাখি সংরক্ষণ কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার প্রদান করতঃ বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতিসমূহের সংরক্ষণের বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। খ।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বন অধিদপ্তর
৭.৯	বন্য পশুপাখি শিকার এবং বন্যপ্রাণী ও চামড়া রপ্তানীর উপর বর্তমান নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখিয়া বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সংরক্ষণ তথা অভয়ারণ্য সৃষ্টিকে উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে।	ক। খ।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বন অধিদপ্তর
৭.১০	জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ সংক্রান্ত গবেষণা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় কার্যক্রম জোরদার করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় গবেষণা ও তথ্যকেন্দ্র স্থাপনসহ দেশের বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত সর্বশেষ পরিস্থিতি নিরূপনের জন্য সমীক্ষা পরিচালনা করিতে হইবে।	ক। খ। গ।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বন অধিদপ্তর পরিবেশ অধিদপ্তর
৭.১১	কাঠের বিকল্প নির্মাণ সামগ্রী, জ্বালানী ইত্যাদির ব্যবহার বা কাঠ আমদানী উৎসাহিত করিতে হইবে।	ক। খ। গ। ঘ। ঙ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তথ্য মন্ত্রণালয় বন অধিদপ্তর বন গবেষণা ইনষ্টিটিউট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ
৭.১২	বন-উজাড়, বন-সম্প্রসারণ ও বনায়নের পরিস্থিতি নিরূপণের জন্য নিয়মিত সমীক্ষা পরিচালনা ও গবেষণা করিতে হইবে।	ক। খ। গ।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বন অধিদপ্তর স্পারসো
৮।	**মৎস্য ও পশু সম্পদ ঃ**		
৮.১	হাওর, বাওর, বিল প্রভৃতি জলাভূমি সংস্কার করতঃ এইগুলিকে মৎস্য চাষের জন্য জাতীয় সংরক্ষিত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করিতে হইবে। এই জলাভূমির আয়তন সংকুচিত করা যাইবে না।	ক। খ। গ।	মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় হাওর উন্নয়ন বোর্ড মৎস্য অধিদপ্তর

	খাত		বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৮.২	দেশের সকল দীঘি ও পুকুরে মৎস্য চাষ উৎসাহিত করিতে হইবে এবং দেশের পুকুর, খাল, বিল, দীঘি ইত্যাদি জলাভূমিকে প্রত্যেক বৎসর সেচিয়া মৎস্য সম্পদ সমূলে ধ্বংস করার উপর বিধি নিষেধ আরোপ করিতে হইবে। সমুদ্রের পোনা, চিংড়ি ও অন্যান্য মৎস্য সম্পদের ব্যাপারে অনুরূপ পরিবেশ সম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। খ। গ।	মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় মৎস্য অধিদপ্তর উপজেলা প্রশাসন
৮.৩	চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধি ও চিংড়ি সম্পদ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। চিংড়ি চাষের জন্য সরকার উপকূলী এলাকা চিহ্নিত করিয়া দিবেন।	ক। খ। গ। ঘ।	মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বন অধিদপ্তর মৎস্য অধিদপ্তর
৮.৪	মৎস্য রোগ ও মহামারী প্রতিরোধ কল্পে প্রয়োজনীয় গবেষণা ও কার্যক্রম জোরদার করিতে হইবে।	ক। খ। গ।	মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
৮.৫	যত্রতত্র পশু জবেহ রোধ করার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় আধুনিক কসাই খানা স্থাপন করিতে হইবে। গবাদি পশু ও পাখীর মৃতদেহ মাটির নীচে পুঁতিয়া ফেলা ও কসাইখানাসমূহের বর্জ্য পরিবেশ সম্মতভাবে অপসারণ করিবার বিষয়ে গণ-সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। খ। গ। ঘ।	স্থানীয় সরকার বিভাগ পরিবেশ অধিদপ্তর পৌর প্রশাসনসমূহ তথ্য মন্ত্রণালয়
৮.৬	গ্রামাঞ্চলে বর্তমান গোচারণ ভূমি রক্ষা এবং প্রতি গ্রামে ন্যূনতম পরিমাণ এলাকা চারণভূমি হিসাবে সৃষ্টি ও সংরক্ষণ করার বিষয়টি জরুরী ভিত্তিতে বিবেচনা করিতে হইবে।	ক। খ। গ। ঘ।	ভূমি মন্ত্রণালয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় উপজেলা প্রশাসন
৮.৭	হাওড়, বাওর, বিল, দীঘি ইত্যাদি জলাভূমির অবস্থা সম্পর্কে নিয়মিত মনিটরিং ও গবেষণা করিতে হইবে।	ক। খ। গ। ঘ।	মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় স্পারসো সার্ভে অব বাংলাদেশ

	খাত		বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৯।	**খাদ্য ঃ**		
৯.১	খাদ্যে ভেজাল মিশানোকে একটি গুরুতর অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করিয়া বর্তমান আইন সংশোধন পূর্বক এইরূপ কার্যকলাপ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে।	ক। খ। গ।	খাদ্য মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার বিভাগ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৯.২	খাদ্য সংরক্ষণে কৃত্রিম বালাইনাশকের পরিবর্তে বিভিন্ন প্রাকৃতিক পদ্ধতি ব্যবহারকে উৎসাহিত করিতে হইবে।	ক। খ। গ।	খাদ্য মন্ত্রণালয় কৃষি মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৯.৩	বিদেশ হইতে শিশুখাদ্যসহ সকল প্রকার খাদ্য আমদানীর সময় খাদ্যের গুণগত মান, তেজস্ক্রিয়তা ও পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া নিরুপণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।	ক। খ। গ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় খাদ্য মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৯.৪	কৃষি জমির কৃষি বহির্ভূত ব্যবহার এবং খাদ্যশস্য উৎপাদনকারী জমি অন্য কৃষিপণ্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।	ক।	কৃষি মন্ত্রণালয়
৯.৫	ফলমূল, সব্জি ও ডাল ইত্যাদিকে পোকা ও ইদুঁরের হাত হইতে মুক্ত রাখার জন্য বিষযুক্ত ঔষধ ব্যবহার কঠোরভাবে দমন করিতে হইবে।	ক। খ। গ। ঘ।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় খাদ্য মন্ত্রণালয় কৃষি মন্ত্রণালয় তথ্য মন্ত্রণালয়
১০।	**উপকূলীয় ও সামুদ্রিক পরিবেশ ঃ**		
১০.১	উপকূলীয় ও সামুদ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সমন্বয় ও পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে একটি বিশেষ সেল গঠন করিতে হইবে।	ক। খ। গ। ঘ।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বন অধিদপ্তর পরিবেশ অধিদপ্তর বন গবেষণা ইনষ্টিটিউট
১০.২	উপকূলীয় এলাকায় নুতন জাগিয়া উঠা ভূমি সংরক্ষণ ও স্থিতিশীল করিবার লক্ষ্যে বনায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বন অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে।	ক। খ।	ভূমি মন্ত্রণালয় বন অধিদপ্তর

	খাত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১০.৩	দেশের সমুদ্রসীমার (Territorial Water) দূষণ রোধকল্পে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীকে সার্বক্ষণিক দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর এই কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করিবে।	ক। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় খ। বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী গ। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ঘ। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর
১০.৪	সামুদ্রিক জলভাগে কোন নৌ-দূর্ঘটনার কারণে দূষণ রোধকল্পে স্থানীয় ও জাতীয় জরুরী কর্মসূচী (Local and National Contingency) ও অর্থায়নের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে এবং আঞ্চলিক ভিত্তিতে কার্যক্রম সমন্বয় করিতে হইবে।	ক। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় খ। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় গ। বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী ঘ। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর
১০.৫	চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরে জাহাজে জমাকৃত আবর্জনা স্থানান্তর এবং জাহাজ হইতে বর্জ্য তৈল ও তৈলজাতীয় সামগ্রী পরিবেশ সম্মতভাবে অপসারণের জন্য জরুরী ভিত্তিতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
১০.৬	সমুদ্রে বর্জ্য পদার্থ নিক্ষেপের পূর্বে উহার বৈশিষ্ট্য ও উপাদান নিরূপণ এবং পরিবেশে উহার বিরূপ প্রতিক্রিয়া নির্ধারণ এবং অনুমতি প্রদানের জন্য নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে একটি বিশেষ সেল গঠন করিতে হইবে।	ক। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় খ। পরিবেশ অধিদপ্তর
১০.৭	উপকূলীয় অঞ্চলে সকল প্রকার সম্পদের নিরাপত্তা ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কাজে সহায়তার উদ্দেশ্যে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে জরুরী ভিত্তিতে একটি সমন্বিত 'কোষ্ট গার্ড' ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে।	ক। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
১০.৮	দেশের সমুদ্র সীমার দূষণ রোধ, উপকূলীয় ও সামুদ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণ, উপকূলীয় এলাকায় নতুন জাগিয়া উঠা ভূমির পর্যবেক্ষণ, সংরক্ষণ এবং উপকূলীয় এলাকার সকল প্রকার সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় খ। বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী গ। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ঘ। নৌ-অধিদপ্তর ঙ। বন অধিদপ্তর চ। স্পারসো

	খাত		বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১১।	**যোগাযোগ ও পরিবহন ঃ**		
১১.১	দেশে স্থল পথ ব্যবস্থা যাহাতে সার্বিকভাবে পরিবেশ সম্মত হয় এবং সড়ক ও রেলপথ ব্যবস্থা যাহাতে পানি নিস্কাশন ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করে সেই উদ্দেশ্যে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।	ক। খ। গ।	যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ
১১.২	রেল ও সড়ক পথে চলাচলকারী জনগণ ও যানবাহন যাহাতে গণ স্বাস্থ্যের প্রতি ক্ষতিকারক বর্জ্য ও আবর্জনা নিক্ষেপ এবং মলমূত্র ত্যাগ করিয়া পরিবেশ দূষণ না করে সেই জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। খ।	যোগাযোগ মন্ত্রণালয় বি আর টি এ
১১.৩	সড়ক, রেল ও জল পথে চলাচলকারী সকল যানবাহন হইতে নির্গত ধোঁয়া ও শব্দ নির্দিষ্ট মাত্রায় নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে এবং সকল যানবাহনের প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। এই সকল যানবাহন তৈরীর দেশীয় কারখানাগুলিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণেরও নির্দেশ প্রদান করিতে হইবে এবং নির্দেশ প্রতিপালন বিষয়ে উপযুক্ত পরিদর্শন ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।	ক। খ। গ। ঘ। ঙ।	যোগাযোগ মন্ত্রণালয় পুলিশ প্রশাসন নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় বি আর টি এ শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়
১১.৪	অভ্যন্তরীণ নৌ পথে চলাচলকারী নৌযান যাহাতে পানি দূষণ করিতে না পারে সেই দিকে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।	ক। খ। গ।	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন সংস্থা সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর
১১.৫	অভ্যন্তরীণ নৌ বন্দর ও ডকইয়ার্ডে পানির দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে হইবে।	ক।	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
১১.৬	বিমান বন্দর নির্মাণের ফলে যাহাতে সার্বিক কোনরূপ পরিবেশগত সমস্যার সৃষ্টি না হয় তৎপ্রতি সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।	ক। খ।	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

	খাত		বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১১.৭	উড়োজাহাজ চলাচলের ফলে বায়ু ও শব্দ দূষণের প্রকোপ হ্রাসে সর্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।	ক। খ।	বেসামরিক বিমান ও পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ
১১.৮	রেলপথ সহ যে সকল পরিবহন ও চলাচল ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত কম দূষণ সৃষ্টি করে সেগুলির ব্যবহার উৎসাহিত করিতে হইবে।	ক।	যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
১১.৯	রাস্তা ও রেলপথের দুইপাশে বনায়ন করিতে হইবে।	ক। খ।	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সমূহ বন অধিদপ্তর
১২।	**গৃহ ও নগরায়ন ঃ**		
১২.১	গৃহায়ন ও নগরায়নের জন্য প্রস্তাবিত সকল জাতীয় আঞ্চলিক প্রকল্প ও মাষ্টার প্লান প্রণয়নের পূর্বে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) করিতে হইবে ।	ক। খ। গ। ঘ।	পূর্ত মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার বিভাগ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় পরিবেশ অধিদপ্তর
১২.২	শহরাঞ্চলে বস্তিবাসীদের জন্য, পরিকল্পিত পুনর্বাসন ব্যবস্থায় পরিবেশ সম্মত ব্যবস্থাদি অন্তর্ভূক্ত করিতে হইবে।	ক। খ। গ।	পূর্ত মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার বিভাগ নগর উন্নয়ন পরিদপ্তর
১২.৩	দেশের প্রধান ও বৃহৎ শহর গুলিতে জনসংখ্যার চাপ হ্রাস এবং পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে উপশহর নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। খ। গ।	পূর্ত মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার বিভাগ গৃহসংস্থান পরিদপ্তর
১২.৪	ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা প্রভৃতি প্রধান নগরগুলিতে পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে নিবিড় বনায়ন ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মসূচী দ্রুত বাস্তবায়ন করিতে হইবে।	ক। খ। গ। ঘ।	পূর্ত মন্ত্রণালয় নগর উন্নয়ন পরিদপ্তর বস্ত্র অধিদপ্তর পৌর কর্তৃপক্ষসমূহ
১২.৫	দেশের প্রধান ঘনবসতিপূর্ণ নগরগুলিতে নিবিড় ও সমন্বিত পরিবেশ উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। খ। গ।	নগর উন্নয়ন সংস্থা সমূহ নৌ-কর্তৃপক্ষসমূহ পূর্ত মন্ত্রণালয়

	খাত		বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১২.৬	আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প এলাকা পৃথকীকরণের জন্য (Zoning) পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। খ। গ। ঘ। ঙ।	শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় পূর্ত মন্ত্রণালয় নগর উন্নয়ন সংস্থাসমূহ বস্ত্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ রেশম বোর্ড
১২.৭	গৃহ ও নগরায়নের বিভিন্ন কর্মসূচীতে নিয়মিত মনিটরিং ও জরীপ কার্যের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।	ক। খ। গ। ঘ। ঙ। চ।	পূর্ত মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার বিভাগ নগর উন্নয়ন সংস্থা সমূহ পৌর কর্তৃপক্ষসমূহ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় স্পারসো

১৩। জনসংখ্যা ঃ

১৩.১	দেশের বর্তমান জনসংখ্যা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার এবং ২০০০ সন পর্যন্ত জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি দেশের সম্পদ ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া এবং পরিবেশের উপর কি সুনির্দিষ্ট প্রভাব সৃষ্টি করিবে সে সম্পর্কে একটি সমীক্ষা প্রণয়ন করিতে হইবে। সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবেশ সম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। খ।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
১৩.২	দেশের জনশক্তির সমন্বিত, সুপরিকল্পিত ও পরিবেশ সম্মত ব্যবহার নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে একটি জনশক্তি পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে হইবে।	ক।	শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়
১৩.৩	বিভিন্ন সেক্টরে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে মহিলাদের ভূমিকার উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করিয়া তাহাদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করিতে হইবে।	ক। খ। গ।	পরিকল্পনা কমিশন মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
১৩.৪	জনসংখ্যাকে দেশের প্রধানতম সমস্যা চিহ্নিত করিয়া এর নিয়ন্ত্রণ এবং যথাসম্ভব দ্রুত এ সংখ্যা স্থিতিশীল করিবার প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ ও তাহা বাস্তবায়ন করিতে হইবে।	ক।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

	খাত		বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১৩.৫	দেশের দরিদ্র অংশ যেহেতু পরিবেশ অবক্ষয়ের প্রধান ও ত্বরিৎ শিকার হয়, তাই স্বাস্থ্যরক্ষা ও পরিবেশ অবনয়নজনিত সমস্যা হইতে তাহাদের রক্ষা করিবার বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

১৪। শিক্ষা ও গণ-সচেতনতা ঃ

১৪.১	পরিবেশ সংক্রান্ত গণ-সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি ৫ বৎসর মেয়াদী সমন্বিত প্রকল্প প্রণয়ন করিতে হইবে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এই প্রকল্প গৃহীত ও বাস্তবায়িত হইবে। তথ্য, শিক্ষা প্রভৃতি মন্ত্রণালয় এই বিষয়ে সার্বিক সহায়তা প্রদান করিবে।	ক। খ। গ।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় তথ্য মন্ত্রণালয়
১৪.২	শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের সকল পর্যায়ে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়াদি পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত করিতে হইবে।	ক।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
১৪.৩	গণসচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগে মসজিদের ইমাম এবং স্কুল কলেজের শিক্ষকবৃন্দসহ সকল প্রকার ধর্মীয় এবং সামাজিক নেতৃবৃন্দ বিশেষতঃ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহের নেতৃবৃন্দকে সম্পৃক্ত করিতে হইবে।	ক। খ। গ। ঘ।	ধর্ম মন্ত্রণালয় ইসলামিক ফাউন্ডেশন সমাজকল্যান মন্ত্রণালয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়

১৫। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও গবেষণা ঃ

১৫.১	পরিবেশসম্মত ও টেকসই প্রযুক্তিকে লক্ষ্যে রাখিয়া পরিবেশ দূষণ তদারক ও নিয়ন্ত্রণ জোরদার করার পদক্ষেপ সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করিতে হইবে।	ক। খ।	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ
১৫.২	বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং সম্পদের পরিবেশসম্মত ব্যবহার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম ও উপযুক্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবনমূলক কার্যক্রম জোরদার ও উৎসাহিত করিতে হইবে।	ক। খ।	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান

	খাত		বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১৫.৩	১৯৮৬ সালের জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতিতে গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য জাতীয়ভাবে অগ্রাধিকার হিসাবে চিহ্নিত সকল ক্ষেত্রে পরিবেশ গত বিবেচনা একটি অপরিহার্য অংশ হিসাবে সংযোজন করিতে হইবে।	ক। খ।	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
১৫.৪	দেশের সকল গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান তাহাদের গবেষণা ক্ষেত্রসমূহের পরিবেশগত দিক বিশেষভাবে বিবেচনা করিবে এবং তদনুযায়ী সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। খ। গ।	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট সকল গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান

১৬। আইনগত কাঠামো ঃ

১৬.১	পরিবেশ সম্পর্কিত বর্তমান আইনসমূহ একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির মাধ্যমে পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। খ। গ।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়
১৬.২	এই আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের ক্ষেত্র সমূহ চিহ্নিত করিয়া সুনির্দিষ্ট সুপারিশ পেশ করিবে।	ক।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
১৬.৩	এখন হইতে নতুন যে কোন আইন প্রণয়নের সময় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ঐ আইন পরিবেশ সম্মত হওয়া নিশ্চিত করিবেন।	ক।	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ

১৭। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ঃ

১৭.১	উপরিল্লিখিত সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে নিজ নিজ আওতাধীন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিবেশ সম্মতভাবে বাস্তবায়নের জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।	ক।	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়
১৭.২	পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যাদি বাস্তবায়নে বেসরকারী সেক্টর ও বেসরকারী সংস্থাসমূহের প্রত্যক্ষ	ক।	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো

	খাত		বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	অংশগ্রহণ উৎসাহিত ও নিশ্চিত করিতে হইবে।		
১৭.৩	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় পরিবেশ সংক্রান্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিষয় সমন্বয় করিবে।	ক।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
১৭.৪	সরকার প্রধানের সভাপতিত্বে এই কার্যক্রম বাস্তাবায়নে দিক নির্দেশনা প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় পরিবেশ কমিটি গঠিত হইবে। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীগণ এই কমিটির সদস্য হইবেন। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিব এই কমিটির সদস্য-সচিব হইবেন এই কমিটির সভা বৎসরে অন্ততঃ একবার অনুষ্ঠিত হইবে।	ক। খ। গ।	প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয় মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
১৭.৫	দেশের সকল উন্নয়ন প্রকল্পে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপনের ব্যবস্থা করিবার প্রেক্ষিতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের কারিগরী সামর্থ্য ও লোকবল বৃদ্ধি করিতে হইবে। পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পরিবেশ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করিতে হইবে। প্রকল্প সারপত্র ও প্রকল্প দলিলে পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকিতে হইবে।	ক। খ। গ।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় পরিকল্পনা কমিশন সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়
১৭.৬	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর দেশে পরিবেশ অবস্থার উপর একটি অবস্থানপত্র (Status Paper) প্রণয়ন, প্রকাশ ও বিতরণ করিবে।	ক।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
১৭.৭	ভবিষ্যতে যথাসময়ে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় প্রয়োজন অনুসারে পরিবেশ নীতি পরিবর্তন ও পুনঃ প্রণয়নের জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং পরিবেশ সংক্রান্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রমের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করিবে।	ক।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়